প্রকাশনার ৮৫ বছর

সাপ্তাহিক

প্রতিবেশী

সংখ্যা : ১৭ ২৫ - ৩১ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ সংখ্যা

প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের স্মরণে

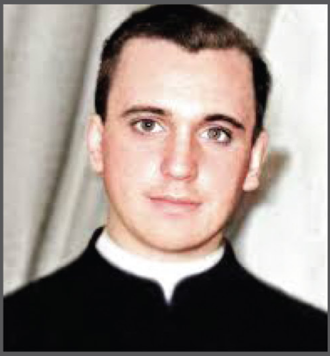
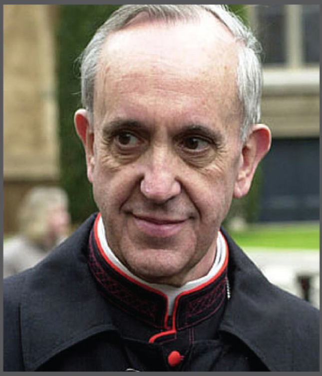

পুণ্য স্মৃতিতে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস

প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ও তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান

সান্তা মারীয়া মাজোরে ব্যাসিলিকায় প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের সমাধি

বাংলাদেশের বিশপদের সাথে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস

প্রয়াত পুণ্যপিতার স্মরণ সভায় বিভিন্ন মণ্ডলীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

বাংলাদেশ মণ্ডলী গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করছে
এ যুগের প্রবক্তা, সাধুসুলভ ব্যক্তিত্ব প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসকে।
ঈশ্বর তাঁর এই সেবককে অনন্ত শান্তি দানে ধন্য করুন।

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ১৭
২৫ মে - ৩১ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
১১ জ্যৈষ্ঠ - ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

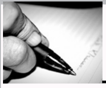

সম্পাদকীয়

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণ-মানবতার বিবেক ও আলোকবর্তিকার প্রস্থান

ধর্ম, মানবতা ও সহানুভূতির এক যুগান্তকারী কণ্ঠস্বর - পোপ ফ্রান্সিস, আজ আমাদের মাঝে নেই। ২১ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববাসীকে কাঁদিয়ে পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। তার মৃত্যুতে শুধু কাথলিক মণ্ডলীই নয়, পুরো বিশ্ব হারাল এক নৈতিক দিকনির্দেশককে, এক বিশ্ববিবেককে, যিনি তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন মানুষের সেবায়, শোষিত-বঞ্চিতদের পাশে দাঁড়াতে, এবং ধর্মকে ঘৃণার নয়, ভালোবাসার পথে চালিত করতে।

২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ প্রথম লাতিন আমেরিকান এবং জেসুইট পোপ হিসেবে কাথলিক মণ্ডলীর দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই আড়ম্বর এড়িয়ে, অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন - সত্যিকারের নেতৃত্ব মানে ক্ষমতার প্রকাশ নয়, বরং নম্রতা, সেবা ও দায়িত্ববোধ। পোপ ফ্রান্সিস দারিদ্র্য, বৈষম্য, শরণার্থী সংকট এবং পরিবেশ রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে সরব হয়েছেন। তিনি যে কেবল ধর্মীয় নেতা নন, বরং একজন বৈশ্বিক নৈতিক দিকনির্দেশক, তা তার প্রতিটি বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়।

পোপ ফ্রান্সিস তাঁর পোপীয় দায়িত্বভার গ্রহণের শুরুর সময়েই বলেন, “আমি এমন একটি মণ্ডলী চাই যা দরিদ্র এবং যা দরিদ্রদের জন্য (I want a Church which is poor and for the poor)।” তার এই দর্শনের প্রতিফলন পাওয়া যায় তার প্রতিটি কাজে এবং প্রতিদিনকার জীবনযাপনে। তিনি ভাটিকানের বিলাসবহুল পোপীয় প্রাসাদে না থেকে সাধারণ অতিথিশালায় বাস করেন। তিনি প্রায়ই গৃহহীনদের সঙ্গে দেখা করেন, নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করেন এবং বলেন যে মণ্ডলীর আসল কাজ হলো, পথের ধারে থাকা মানুষদের সেবা করা ও প্রান্তিকজনের পাশে থাকা। তার পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ‘Laudato Si’ সর্বজনীন পত্রে তিনি বিশ্ব উষ্ণায়ন ও প্রাকৃতিক সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি শান্তি, সংলাপ ও সহনশীলতার পক্ষে জোরালো অবস্থান নেন।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সফরের মধ্যদিয়ে পোপ ফ্রান্সিস ক্ষুদ্র মণ্ডলীর প্রতি তাঁর বিশেষ দরদ প্রকাশ করাসহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সহনশীলতার বার্তা দিয়েছেন। তিনি প্রধান ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে জাতিগত ও ধর্মীয় সম্প্রীতির এক দুর্লভ দৃশ্য উপস্থাপন করেন। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি এবং স্পষ্ট বক্তব্য বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে থাকবে।

পোপ ফ্রান্সিস বিশ্বাস করতেন, আধুনিক বিশ্বের সমস্যাগুলোর সমাধান ধর্মীয় বিভাজন নয়, বরং আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলিক সংলাপের মধ্যেই নিহিত। তিনি মুসলিম, ইহুদি, হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য মণ্ডলীর ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে আলাপচারিতা করেন এবং বারবার বলেছেন- "True faith leads to peace, not conflict." (সত্যিকারের ধর্ম শান্তির দিকে নিয়ে যায়, সংঘর্ষের দিকে নয়।) ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনে তিনি মুসলিম বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে 'Human Fraternity' নামে একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা স্বাক্ষর করেন। এতে ধর্মীয় সহনশীলতা, মানবাধিকারের মর্যাদা এবং ঘৃণার বিরুদ্ধে সংগ্রামের বার্তা ছিল সুস্পষ্ট।

পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে আমরা হারালাম একজন যুগান্তকারী নেতা, যিনি বিশ্বাস করতেন, “সেবা করার মাঝেই ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া যায়।” তার জীবন, দর্শন এবং নেতৃত্ব এক নতুন ধরণের ধর্মীয় চিন্তার দরজা খুলে দিয়েছিল - যেখানে ক্ষমতার বদলে দয়া, নীতির বদলে ন্যায়, এবং বর্ণ, ধর্ম বা জাতি নির্বিশেষে মানুষই প্রধান।

এই যুগান্তকারী নেতার মৃত্যু নিশ্চয়ই শোকের, কিন্তু তার রেখে যাওয়া আদর্শ অনুপ্রেরণার। তিনি নেই, কিন্তু তার আদর্শ এখনো উজ্জ্বল। আজকের বিভক্ত বিশ্বে, তার মতো একজন নেতা আমাদের দেখাচ্ছেন কিভাবে নীরবদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠতে হয়, নির্মমতার বিপরীতে দয়া, বৈষম্যের বিপরীতে ন্যায্যতা এবং ঘৃণার বিপরীতে ভালোবাসা ছড়িয়ে দিতে হয়। সংলাপ, সম্প্রীতি এবং দরিদ্রদের পক্ষে সাহসী অবস্থান গ্রহণ করে তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন, ধর্মের মূল আদর্শই হলো মানবতা।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস! তোমার কীর্তিতে তুমি রবে অমলিন। কেননা তুমি শিখিয়েছো কিভাবে শুধু মণ্ডলী নয় কিন্তু বিশ্বকে ভালোবাসতে হয়। †

যীশু তাঁকে উত্তর দিলেন,‘যদি কেউ আমাকে ভালবাসে তবে সে আমার বাণী মেনে চলবে, আর আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, এবং আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান। (যোহন ১৪:২৩)

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

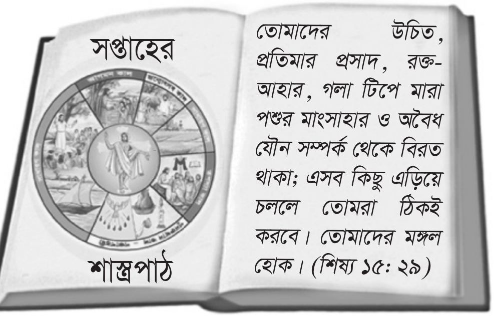

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৫ মে - ৩১ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

২৫ মে, রবিবার

পুনরুত্থানকালের ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

শিষ্য ১৫: ১-২, ২২-২৯, সাম ৬৭:১-২, ৪-৫, ৭, প্রত্যা ২১: ১০-১৪, ২২-২৩, যোহন ১৪: ২৩-২৯

২৬ মে, সোমবার

পুনরুত্থানকালের ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

সাধু ফিলিপ নেরী, যাজক, *স্মরণ দিবস*

শিষ্য ১৬: ১১-১৫, সাম ১৪৯: ১-৬ক, ৯খ, যোহন ১৫: ২৬ -- ১৬: ৪ক

২৭ মে, মঙ্গলবার

পুনরুত্থানকালের ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ক্যান্টারবারীর সাধু আগস্টিন, বিশপ

শিষ্য ১৬: ২২-৩৪, সাম ১৩৮: ১-৩, ৭-৮, যোহন ১৬: ৫-১১

২৮ মে, বুধবার

পুনরুত্থানকালের ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

শিষ্য ১৭: ১৫, ২২---১৮: ১, সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪, যোহন ১৬: ১২-১৫

২৯ মে, বৃহস্পতিবার

পুনরুত্থানকালের ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

সাধু ষষ্ঠ পল, পোপ

শিষ্য ১৮: ১-৮, সাম ৯৮: ১-৪, যোহন ১৬: ১৬-২০

৩০ মে, শুক্রবার

পুনরুত্থানকালের ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

শিষ্য ১৮: ৯-১৮, সাম ৪৭: ১-৬, যোহন ১৬: ২০-২৩ক

৩১ মে শনিবার

পুনরুত্থানকালের ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধন্যা কুমারী মারীয়ার সাক্ষাৎ, *পর্ব*

সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান: জেফা ৩: ১৪-১৮ (*বিকল্প: রোম ১২: ৯-১৬*), সাম ইসা ১২: ২-৩, ৪-৬, লুক ১: ৩৯-৫৬

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৫ মে, রবিবার

+ ১৯৯১ ব্রা. মেরভিন বাপ্টিষ্ট, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০০০ সি. মেরী জন বস্কো, আরএনডিএম
+ ২০১৫ সি. রাফায়েল্লা মন্ডল, লুইজিনে (খুলনা)
+ ২০১৭ ফা. জেমস টি. বেনাস, সিএসসি (ঢাকা)

২৬ মে, সোমবার

+ ১৯৪৮ ফা. রবার্ট ওয়েচুলিস, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ ফা. উইলিয়াম মনাহান, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৩ ফা. জুসেপ্পে মিলোজ্জী (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৩ সি. জুভান্না তুর্কোনি, এসসি (খুলনা)
+ ২০০১ সি. নভিস রেখা রুথ মিনজ, সিআইসি (দিনাজপুর)

২৭ মে, মঙ্গলবার

+ ১৯৮২ সি. ব্লাঙ্কে, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

২৮ মে, বুধবার

+ ১৯৫৭ সি. মাওরিনা রস্‌সিনি, এসসি
+ ১৯৭৯ ফা. জর্জ আন্ডাচেরী (ঢাকা)
+ ১৯৯৬ সি. ভিক্টোরিয়া মারান্ডী, সিআইসি (দিনাজপুর)

৩০ মে, শুক্রবার

+ ১৯৪৯ সি. মেরী ট্রিজা, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৩ সি. মেরী বার্কমান্স তামাং, আরএনডিএম
+ ২০১৪ ফা. পিয়ের বেনোয়া, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

৩১ মে শনিবার

+ ১৯৯১ ফা. এরনেস্তো লুভিয়ে, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০২ সি. সিলভিয়া গাল্লিনা, এসসি (দিনাজপুর)

তৃতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরের পরিত্রাণ: বিধান ও অনুগ্রহ

ধারা - ১

নৈতিক বিধান

১৯৫০ নৈতিক বিধান হল ঐশপ্রজ্ঞারই কাজ। বাইবেলের অর্থে একে বলা যেতে পারে পিতৃসুলভ শিক্ষা, ঈশ্বরের শিক্ষাপদ্ধতি। প্রতিশ্রুত পরমসুখ লাভের উপায় হিসেবে নৈতিক বিধান মানুষকে শিক্ষা দেয় বিভিন্ন পন্থা, আচরণ-নীতি; যেসব পথ মানুষকে ঈশ্বর ও তাঁর ভালবাসা থেকে দূরে সরিয়ে নেয় সেই মন্দ পথে যেতে বিধান তাকে নিষেধ করে। বিধান নির্দেশদানে অটল, এবং এর প্রতিশ্রুতি রক্ষায় প্রেমশীল।

১৯৫১ বিধান হচ্ছে সাধারণ মঙ্গলের জন্য বৈধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আচরণ-নীতি। নৈতিক বিধান পূর্ব থেকেই স্বীকার করে নেয় যে, সৃষ্টির মধ্যে, তার মঙ্গল ও অন্তিম লক্ষ্য অর্জনের জন্য, বিচারবুদ্ধিজাত এমন একটি ব্যবস্থা রয়েছে, যা স্রষ্টার ক্ষমতা, প্রজ্ঞা ও মঙ্গলময়তার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সকল বিধানই তার প্রথম ও চূড়ান্ত সত্যের সন্ধান পায় শাশ্বত বিধানের মধ্যে। জীবন্ত ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা ও সর্বজনের মুক্তিদাতার ঐশ তত্ত্বধানে অংশগ্রহণস্বরূপ বিচারবুদ্ধি দ্বারা বিধান ঘোষিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। “এ ধরনের বিচারবুদ্ধির অধ্যাদেশকে বলা হয় বিধান।”

মানুষ গর্ব করতে পারে যে, সকল প্রাণীর মধ্যে একমাত্র সে-ই ঈশ্বরের কাছ থেকে বিধান লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত: সে এমন এক প্রাণী যার রয়েছে বিচারবুদ্ধি, সে জ্ঞান লাভ ও অবধারণ করতে সক্ষম; তাই যিনি তার হাতে সবকিছু ন্যস্ত করেছেন, তাঁর প্রতি বাধ্য থেকে, নিজের স্বাধীনতা ও বিচারবুদ্ধি ব্যবহার ক'রে, সে আচরণ করবে।

১৯৫২ নৈতিক বিধান বিভিন্ন নামে প্রকাশিত, তবে তারা আবার পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত: শাশ্বত বিধান – ঈশ্বর সকল বিধানের উৎস; প্রাকৃতিক বিধান; ঐশপ্রকাশিত বিধান যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রাক্তন বিধান, ও নব বিধান বা সুসমাচারের বিধান; পরিশেষে রাষ্ট্রীয় ও মাণ্ডলিক বিধান।

১৯৫৩ নৈতিক বিধান খ্রীষ্টের মধ্যে পূর্ণতা ও ঐক্য লাভ করে। স্বয়ং যীশু খ্রীষ্টই পূর্ণতা লাভের পথ। তিনিই বিধানের লক্ষ্য, কারণ একমাত্র তিনিই ঈশ্বরের ধর্মময়তায় মানুষকে শিক্ষিত ও ভূষিত করেন: “খ্রীষ্টই বিধানের লক্ষ্য, যে কেউ বিশ্বাস করে সে যেন ধর্মময়তা লাভ করতে পারে।

॥ ক ॥ নৈতিক জীবনের প্রাকৃতিক বিধান

১৯৫৪ সৃষ্টিকর্তার প্রজ্ঞা ও মঙ্গলময়তায় মানুষ অংশগ্রহণ করে থাকে। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে তার নিজের ক্রিয়াসমূহের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার ও নিজেকে সত্য ও মঙ্গলের দিকে পরিচালনা করার সক্ষমতা দান করেন। প্রাকৃতিক বিধান প্রকাশ করে সেই আদি নীতিবোধ যা মানুষকে তার বিচারবুদ্ধির দ্বারা ভাল ও মন্দ, সত্য ও মিথ্যাকে জানতে সক্ষম করে:

প্রাকৃতিক বিধান প্রতিটি মানুষের অন্তর-গভীরে লিপিবদ্ধ ও গ্রথিত হয়ে আছে, কেননা মানবিক বিচারবুদ্ধিই মানুষকে মঙ্গল করা এবং পাপ-বর্জন করার উদ্দেশে পরিচালিত করে...। কিন্তু মানবিক বিচারবুদ্ধির কোন বিধান-ক্ষমতা থাকত না যদি তার উর্ধ্বে সেই কণ্ঠস্বর ও ব্যাখ্যাদানকারী না থাকতেন। তাঁর নিকট আমাদের আত্মা ও স্বাধীনতাকে অবশ্যই সমর্পণ করতে হবে।

পোপ ফ্রান্সিসের জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ও লেখা

ফাদার জেরী রেমন্ড গমেজ এসজে

১৯৩৬ আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস্ আয়ার্সে তাঁর জন্ম

১৯৫৩ যাজক হবার জন্য অনুপ্রেরণা লাভ

১৯৫৭ রসায়নে স্নাতক ডিগ্রি লাভ

১৯৫৮ যিশু সংঘের (জেজুইট সম্প্রদায়ের) নভিসিয়েটে প্রবেশ

১৯৬৯ যাজকবরণ

১৯৭২ জেজুইট নবিসদের নবিস মাষ্টার

১৯৭৩ যিশু সংঘে শেষ ব্রত গ্রহণ ও আর্জেন্টিনার জেজুইট প্রভিন্সিয়াল হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ

১৯৮০ সান মিগেলে অবস্থিত দর্শনশাস্ত্র ও ঐশতত্ত্ব বিষয়ক উচ্চ সেমিনারীর পরিচালক

১৯৮৬ ঐশতত্ত্বে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ

১৯৯২ বুয়েনস্ আয়ার্সের একজন সহকারী বিশপ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ

১৯৯৭ বুয়েনস্ আয়ার্স আর্চডায়োসিসের কো-অ্যাডজুটর আর্চবিশপ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ

১৯৯৮ বুয়েনস্ আয়ার্সের আর্চবিশপ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ

২০০১ কার্ডিনাল পদ লাভ

২০১৩ পোপ হিসাবে নির্বাচিত। "বিশ্বাসের আলো" (Lumen Fidei) নামে সর্বজনীন পত্র ও "মঙ্গলবাণীর আনন্দ" (Evangelii Gaudium) নামে প্রৈরিতিক প্রেরণপত্র প্রকাশ

২০১৫ "দয়ার মুখচ্ছবি" (Misericordiae vultus) নামে নির্দেশপত্রের প্রকাশ। দয়ার জয়ন্তী বর্ষ পালনের ঘোষণা। "তোমার প্রশংসা হোক" (Laudato Si) নামে পরিবেশ বিষয়ক সর্বজনীন পত্রের প্রকাশ

২০১৬ "ভালোবাসার আনন্দ" (Amoris Laetitiae) নামে প্রৈরিতিক প্রেরণ পত্রের প্রকাশ

২০১৭ বাংলাদেশে আগমন

২০১৮ "খ্রিস্ট জীবিত" (Christus Vivit) নামে তাঁর ৩য় প্রৈরিতিক প্রেরণ পত্রের প্রকাশ

২০২০ "আমরা সকলে ভাইবোন" (Fratelli Tutti) নামে তাঁর ৩য় সর্বজনীন পত্রের প্রকাশ

২০২১ সিনড, সিনোডাল মণ্ডলী ও সিনোডালিটি নিয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনার শুরু

২০২৩ "দৃঢ় আস্থা" (C'Est La Confiance) নামে তাঁর ৭ম ও সর্বশেষ প্রৈরিতিক প্রেরণ পত্রের প্রকাশ। পর্তুগালের লিসবনে তাঁর জীবনের শেষ যুব দিবস উদ্‌যাপন।

২০২৪ "তিনি আমাদের ভালোবেসেছেন" (Dilexit nos) নামে তাঁর ৪র্থ ও সর্বশেষ সর্বজনীন পত্রের প্রকাশ। "আশা নিরাশ করে না" (Spes non confundit) নামে নির্দেশপত্রের প্রকাশ। প্রার্থনা-বর্ষ পালন।

২০২৫ খ্রিস্ট-জয়ন্তী বা জুবিলী বর্ষ। ভাটিকানে নিজ বাসভবন কাজা সান্তা মার্তায় তাঁর মৃত্যুবরণ ও রোমের সেন্ট মেরী মেজরে ব্যাসিলিকাতে তাঁর সমাধি। ৯

পোপ-দর্শনে হৃদয়ের সুখানুভূতি

সিস্টার মেরী হিমা এসএমআরএ

ধন্য হলাম তব দানে ধন্য শতবার,

অগাধ প্রেমের তরে প্রভু তোমায় নমস্কার।

সত্যি ধন্য আমি প্রভুর মহাদানের জন্য। প্রভু আমাকে তাঁর অগাধ প্রেমে আগলে রেখেছেন এবং তাঁর মহৎ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন। আজ আমার মন-প্রাণ আনন্দে উদ্বেলিত এই জন্যে যে, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে আমি যখন ইতালীর পাদুয়ায় ছিলাম তখন ১৩ মার্চ প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস নতুন পোপ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল পোপ নির্বাচিত হবার পর ভাটিকানের সেন্ট পিটার্স্ স্কয়ারে খুব কাছে থেকে তাঁকে দেখার। তিনি যখন আমার খুব কাছে আসলেন তখন মনে হয়েছিল স্বর্গদূত আমার কাছে এসেছেন। আমার সেদিনের অনুভূতি ছিল আনন্দের।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দে ৩০ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর বিকেলবেলা, পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় যখন বিশপ হাউজে প্রবেশ করলেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক এবং বিশপ শরৎ পুণ্যপিতাকে স্বাগত জানিয়ে গির্জার দিকে নিয়ে আসছিলেন। তখন তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দেবার সুযোগ হয়েছিল। কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও এবং বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ

এই সুযোগটি করে দিয়েছিলেন। প্রথম যখন আমাকে বলা হলো আমি পুণ্যপিতার গলায় মালা পরিয়ে দেব, তা শুনে আমার যে কি আনন্দ লেগেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। অপেক্ষায় ছিলাম কবে সেই ক্ষণ আসবে আর কখন মালা পরাব। যখন সেই দিন ও ক্ষণ আসল আমি মালা হাতে ফাদার ডেভিড ও ফাদার খোকনের সাথে দাঁড়িয়ে আছি। আর মনে মনে বলছিলাম "Benvenuto Papa"। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় যখন আমার খুব কাছে আসলেন তখন তিনি আমার দিক তাকিয়ে হাসলেন আমিও হেসে মালা গলায় পরাতে পরাতে বললাম "Benvenuto Papa"। আর তিনি আমার দু'হাত ধরে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে কি যেন বললেন এবং আমার হাতে রোজারি মালা তুলে দিলেন। আমার বুঝে উঠার আগেই বিশপ শরৎ আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

সেদিনে পুণ্যপিতার হাতে হাত, চোখে চোখ রাখার স্মৃতি আজো আমার হৃদয় মনকে নাড়া দেয়। এমন একজন মহান ব্যক্তির খুব কাছে যাবার এবং হাতের স্পর্শ পাবার সুযোগ হয়েছিল আমার। সত্যি আমার জন্য তা সবচেয়ে বড় পাওয়া ছিল। আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। এছাড়াও আমি মনে করি যে আজ আমি এ সন্ন্যাসব্রতীয় জীবনে এসেছি বলে এ সুযোগ পেয়েছি। একই সাথে আমার উপলব্ধি হলো সে সময়ে আমি কার্ডিনাল প্যাট্রিক-এর সাথে কাজ করেছি বলে এ সুযোগ পেয়েছি। ৯

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও কিছু কথা

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই

পোপ ফ্রান্সিস বিগত ২১ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ৮৮ বছর বয়সে তাঁর নিজ গৃহ, সান্তা মার্তাতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১২ বছর পোপ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যে একজন ভিন্নধর্মী মানুষ ছিলেন তা পোপ নির্বাচিত হওয়ার পর পরই আভাস পাওয়া গিয়েছিল। তিনি আলাদাভাবে একাকী বড় একটা প্রাসাদে থাকতে চান নি। কার্ডিনাল ও বিশেষ অতিথিদের জন্য যে অতিথি ভবন (সান্তা মার্তা) রয়েছে সেখানে গিয়ে উঠেছেন। মানুষের মাঝেই তিনি থাকতে চাইলেন। এই বাড়ীতে কর্মরত ব্যক্তিদের নিয়ে ও তার অতিথি এবং দর্শনার্থীদের নিয়ে তিনি প্রতিদিন খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক, পবিত্র, সহজ-সরল একজন ব্যক্তি। তাঁর আন্তরিক চেষ্টা ছিল যাতে মণ্ডলী আরও যুগোপযোগী হয়ে উঠে।

২০১5 খ্রিস্টাব্দে পোপ শ্রীলঙ্কাতে এসেছিলেন। পোপকে দেখার জন্য এবং তাঁর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি, বিশপ জের্ভাস এবং বিশপ রমেন শ্রীলঙ্কা গিয়েছিলাম। ১৮ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে লাখ লাখ ভক্তের উপস্থিতিতে সমুদ্র সৈকতে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেছিলেন এবং এই খ্রিস্টযাগেই তিনি ফাদার যোসেফ ভাজকে শ্রীলঙ্কার প্রথম সাধু হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে বাণী প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে তিনি একজন কর্মী হিসাবে শ্রীলঙ্কাতে ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশ করেছিলেন এবং কাথলিক বিশ্বাস পুনঃজাগরণে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। পোপ ফ্রান্সিস বাংলাদেশে পালকীয় সফরে এসেছিলেন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে। এই সময়েও তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। তিনি বাংলাদেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংখ্যালঘুদের নাগরিক অধিকারের কথা এবং সরকারকে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধ থাকার কথাও বলেন। মানুষের উন্মুক্ত হৃদয় থাকলেই এই দিকগুলো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সর্বশেষ ২০২৩ এবং ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে সিনড সভাতে আমাদের সহভাগিতা করার সময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের উপর আস্থা রেখে সিনডের শিক্ষাকে সাথে সাথে অনুমোদন দিয়েছেন।

তিনি বর্তমান বিশ্বে চারিদিকে অনেক হতাশা, নিরাশা, নিরানন্দ, মানুষের মধ্যে অনেক বিরক্তি, অসন্তুষ্টি ভাব দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি মঙ্গলবার্তার আনন্দ নামে একটা পত্র লিখেছেন: আমরা যাতে যিশুর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ নবায়ন করি, প্রভু যিশুকে অন্তরে বরণ করে নেই এবং আমাদের হৃদয় দুয়ার খুলে দেই। তিনি আমাদের জীবন আনন্দে ভরিয়ে তোলেন। আবার তিনি আমাদের জীবন আশাতে পূর্ণ করতে চেয়েছেন: তাই তিনি খ্রিস্টের ২০২৫ বছরের জুবিলী উপলক্ষে ডাক দিয়েছেন আমরা যাতে আশার তীর্থযাত্রী হয়ে উঠি। এই আশা আমাদের কখনও নিরাশ করে না। প্রবক্তাদের জীবনেও ঈশ্বর হয়ে উঠেছেন আশার প্রদীপ: "সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ, আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না; কারণ প্রভুই আমার বল ও শক্তি, তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ" *(ইসা ১২:২)*। আশা মানুষকে পথ দেখায়, এগিয়ে যাওয়ার সাহস যোগায়। আশা মানুষের মনকে সঞ্জীবিত রাখে, স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখে। আশা জীবনের একটি পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি দান করে। আশা হলো প্রবল একটা ইচ্ছা এবং ভাল ও কল্যাণ করার এবং পাওয়ার একটা প্রত্যাশা। খ্রিস্টীয় আশা আমাদের আশাহত করে না কারণ এর ভিত্তি হলো যিশুর পুনরুত্থান। খ্রিস্ট নিজেই হলেন আমাদের আশার আলো এবং অন্ধকারের পথ প্রদর্শক, কেননা তিনিই হলেন "উজ্জ্বল প্রভাত তারা" *(খ্রিষ্ট জীবিত, ৩৩)*। বিশ্বাসীদের জীবনে হতাশা-নিরাশা বড় ও শক্তিশালী হতে পারে না। তাদের জীবনে আশা একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দান করে, শক্তি ও সাহস দান করে, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কৃপা-আশীর্বাদের শক্তি সে অন্তরে উপলব্ধি করে এবং তাদের জীবন অনবরত পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হতে থাকে।

পোপ ফ্রান্সিস প্রথম থেকে মণ্ডলীতে একটা পরিবর্তন, নবায়ন এবং মণ্ডলীকে আরও যুগোপযোগী করার জন্য তিনি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সিনড বিশিষ্ট মণ্ডলীর ডাক দিয়েছিলেন। এর মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন এবং মণ্ডলীতে একটা নতুন চেতনা ও প্রেরণা দান করেছেন। শারীরিক সীমাবদ্ধতা থাকলেও তিনি ২০২৩ এবং ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে সার্থকভাবে বিশ্ব সিনড সভার সমাপ্ত করেছেন। মণ্ডলীকে নবায়ন করার জন্য এই সিনড সভাগুলোর মধ্য দিয়ে খুবই সুন্দর এবং বাস্তবমুখী শিক্ষা দিয়েছেন। এই সিনডের মূল বিষয়বস্তু ছিল: মণ্ডলী হলো একটা মিলন সমাজ, ঈশ্বরের গৃহ এবং এই পৃথিবীতে একতা ও ভ্রাতৃত্বের একটা সমাজ। এটা একটা ভাই-বোনের সম্পর্কের উপর গড়ে উঠা, একে অপরের উপর নির্ভরশীল একটা সমাজ, এটা আমলাতন্ত্রবর্জিত একে অপরের সাথে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ একটা জন-সমাজ। তিনি সবাইকে এক সাথে পথ চলতে বলেছেন। প্রভুর বাণী ও অন্যের কথা শোনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মণ্ডলী হলো অতিথিপরায়ণ একটি গৃহ। অন্তর্ভূক্তিমূলক একটা সমাজ। নিজেদের মধ্যেও এই মিলন সমাজ আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং সমগ্র বিশ্বেও খ্রিস্টানগণ সব ধর্মের মানুষের মধ্যে মিলন ও একতা সৃষ্টি করবে। গুটিকতক মানুষের দ্বারা এই মণ্ডলী পরিচালিত হবে না বরং সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সবার অংশগ্রহণে, সবার ভালবাসায় ও অবদানে মণ্ডলী হয়ে উঠবে সবার আপন গৃহ। মণ্ডলীতে নারীদের স্বীকৃতি, সম-মর্যাদা দান এবং তাদের এবং যুবাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। দরিদ্রদের প্রতি আরও মনোযোগী ও সেবা

দান নিশ্চিত করতে হবে। তাদের মানব মর্যাদা দান করতে হবে। ন্যায়ভিত্তিক, স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ একটা মণ্ডলী ও সমাজ গঠন করতে হবে। মণ্ডলীর একট মিশন রয়েছে সেটা হলো সবার নিকট প্রভুর মঙ্গলবাণী প্রচার করা। এই বাণী আমাদের জীবনে বয়ে আনে সুখ, শান্তি, আনন্দ ও মুক্তি। পোপ ফ্রান্সিস জোর প্রদান করেন যাতে কেউ এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়। এই বাণী প্রচার শুধু পুরোহিত ও ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীদের কাজ নয়। এটা হলো প্রতিটি খ্রিস্টানের কাজ ও দায়িত্ব। আমরা যারা দীক্ষিত আমরা সবাই প্রেরিত।

পোপ ফ্রান্সিসের হৃদয় ছিল ভালোবাসা ও দয়াপূর্ণ, পাপী-তাপী, দীন-দরিদ্র, অভিবাসী এবং বাস্তুহারাদের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা। ১৬ এপ্রিল ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রীসের লেসবোস দ্বীপে পাঁচ ঘন্টার এক পালকীয় সফরে গিয়েছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে অনেক শরণার্থী এই দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল, বিশেষ করে সিরীয় শরণার্থী। তিনি সরকারী ডিটেনশন সেন্টারে তাদের দেখতে গিয়েছিলেন। এই সফরে তাঁর সাথে ছিলেন অর্থডক্স মণ্ডলী প্রধান ধর্মগুরু প্রথম বার্থোলোমেয় এবং গ্রীসের আর্চবিশপ। এই দ্বীপে আসার পথে বেশ কয়েকজন সমুদ্রে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সবার প্রতি তিনি তাঁর ভালোবাসা ও সমবেদনা প্রকাশ করেন। বিশ্বের নেতাদের নিকট সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন এবং তাদেরকে গ্রহণ করার জন্য আবেদন রেখেছিলেন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস বাংলাদেশে পালকীয় পরিদর্শনে এসেছিলেন। ১ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে বিকেলে আর্চবিশপ ভবনের পিছনের মাঠে আন্তঃধর্মীয় ও সুধী সমাজের সাথে একটা সম্মেলন ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পোপের ইচ্ছা অনুয়ায়ী রোহিঙ্গাদের সাথে দেখা হয়েছিল। তাদের দুঃখের কথা শুনে তাঁর হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ হয়েছিল। যাদের কারণে তারা অত্যাচারিত, নির্যাতিত হয়ে ঘর বাড়ী ছেড়ে বাস্তুহারা হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে, তিনি তাদের পক্ষ হয়ে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। বাংলাদেশ থেকে ফিরে গিয়ে তিনি বিশ্ববাসীর কাছে তাদের জন্য সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন এবং নিজেও ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশ কারিতাসের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

শুধু আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ ছিলেন না। Laudato Si and Laudate Deum পত্রের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে সমাজিক শিক্ষাও দিয়েছেন। আমাদের সবার আবাস ভূমিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার আবেদন জানিয়েছেন। আমরা অনেক জায়গায় দেখতে পাচ্ছি বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, পানি দূষণ, চারিদিকে ময়লা ও দুর্গন্ধময় পরিবেশ। জগত এভাবে চলতে থাকলে পৃথিবী ও মানুষের ধ্বংস হবে। তিনি বিশ্বাস করেন সদিচ্ছা সম্পন্ন মানুষ এখন এই প্রকৃতি ও পৃথিবীটা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। এই দলা-দলি, কোন্দল, বৈরীতা, প্রতিহিংসা দূর করে ফ্রাতেল্লি তুত্তির মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে আমরা একই পিতার সন্তান হিসাবে সবাই ভাই-বোন। এখানে একটা মাত্র পরিবার সেটা হলো মানব। এই ধরনের একতা, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে আমরা একটা সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তুলতে পারি।

২৪ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে আদলেমিনা ভিজিটের সময়ে আমি পোপ ফ্রান্সিসকে বলেছিলাম, পুণ্যপিতা, সিলেট ধর্মপ্রদেশের পক্ষ থেকে অনেক শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে পালকীয় সফরের জন্য আমরা অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আপনি আমাদের জনগণের হৃদয়কে স্পর্শ করেছেন, বিশেষ করে আমাদের মুসলিম ভাই ও বোনদের। আপনার মধ্য দিয়ে তারা দেখতে পেয়েছে ঈশ্বরের মানুষকে, একজন সাদা-সিধে ব্যক্তি, জনমানুষের খুব কাছের একজন মানুষ, স্নেহ-ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয়ের একজন মানুষকে। সবাই দেখেছে আপনি কি দরদবোধ নিয়ে রোহিঙ্গাদের সাথে আলাপ করেছেন, তাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন, সবার পক্ষ হয়ে তাদের কাছে আপনি ক্ষমা চেয়েছেন। আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনে আপনি বলেছিলেন আমরা যাতে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি, আমরা যাতে আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত করি যাতে আমরা ভ্রাতৃত্বের, ন্যায্যতার, অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠন করতে পারি। তিনি আমার এই কথাগুলো থেকেই আমাদেরকে বলেছিলেন যে, তিনি সারা জীবনই তাঁর জনগণের কাছে থাকতে চেয়েছেন এবং তাদেরই একজন হয়ে উঠতে চেষ্টা করেছেন। আমাদেরকে তিনি বলেছেন আমরাও যাতে জনগণের বিশপ হয়ে উঠি।

পরিশেষে একটা ঘটনা দিয়ে শেষ করতে চাই। পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে একজন মুসলিম ভাই একটি চিঠির মধ্য দিয়ে তার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন: তুমি কথা বলেছ সার্বজনীন ভাষায়, তুমি কথা বলেছ ভালোবাসার ভাষায়, তুমি কথা বলেছ সংহতি-সমর্থনের ভাষায়, তুমি কথা বলেছ উদারতার ভাষায়, এটাতো কোন ধর্মের ভাষা নয়, এটা হলো মানবতার ভাষা সার্বজনীন ভাষা। তুমি তো শুধু খ্রিস্টানদের নেতা ছিলে না, কিন্তু তোমার জীবন, শিক্ষা ও কাজের মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছিলে সব মানুষের ভালোবাসার নেতা (শামিন)।

Homily in the Requiem Mass for Pope Francis at Holy Rosary Church, Dhaka : 27 April 2025

Pope Francis was a great pastor, spiritual guide, and friend to all, both within the Church and beyond. His humility and simplicity brought him very close to the faithful, while his compassion for the poor enhanced a spirit and attitude of inclusion and promoted social justice. Pope Francis encouraged inter-religious dialogue and openness to other cultures, seeking to build bridges rather than walls. As a reformer, he worked to renew the Church, addressing issues of transparency and accountability. He demonstrated that the Church is not bureaucratic, but that it is inherently relational. His profound spirituality inspired many to seek a closer relationship with God, and his empathy demonstrated great

sensitivity to the suffering of others. He faced challenges and criticism with courage, maintaining a vision of a Church that is open and welcoming to all.

One such challenge was what Pope Francis perceived as a severe climate crisis. He addressed this issue at length in his encyclicals Laudato Si and Laudate Deum. These writings are significant contributions to the current state of the problem. Pope Francis always maintained a global vision, entering into the debate about climate issues from the perspective of a creation spirituality. He appealed to people of good will, trusting that through genuine collaborative efforts, any environmental crisis could be brought under manageable control.

In our present divided, self-centered and consumerist world, Pope Francis also proposed an answer to the human quest for peace and unity among world-wide humanity in his message of Fratelli Tutti. Pope Francis envisioned the whole of humanity as a community of brother and sisters, and urged all peoples to consider themselves one single, undivided human family. Pope Francis deserves our love, respect and gratitude for his commitment to human family, and for his untiring efforts to bring new life to the Church. His departure from this life has brought us profound, heartfelt sorrow, yet we find much-need comfort in knowing that, through the resurrection of Christ, he is now welcomed into the loving Embrace of God, who was always Pope Francis' Source of eternal trust.

In our present times, Pope Francis was grieved by how so many people live in despair, desolation, hopelessness, anxiety and resentment. Theirs is not a dignified or meaningful life. This is not God's will for us, nor is it life in the Spirit. Pope Francis invited all people to open their hearts and renew their encounter with Jesus who fills our hearts with hope and joy, and who brings new life. In order to give hope to the world on the occasion of Jubilee of the 2025th year of the birth of Jesus, Pope Francis calls us to become pilgrims of hope. All Christians are called to witness this hope and to become beacons of hope to the world. Pope Francis wanted to see a Church which is inclusive, welcoming and hospitable. We all belong to the family of Jesus; therefore, we need to walk together in peace and harmony.

We are also called to listen to others. Through our active participation, the Church becomes more vibrant and lively. All of us are called to carry out the Church's mission of evangelization. In order to be gentle and happy, Pope Francis encouraged us to express ourselves with simple words such as "please", "thank you" and "sorry". During his memorable visit to Bangladesh in 2017, we experienced Pope Francis as a man of great love and empathy. He had an earnest desire to meet the Rohinga refugees, for example, who are sponsored by Caritas Bangladesh. At one large civic reception on the 1st of December at the Archbishop's House, Pope Francis greeted these refugees in a very special way, listening lovingly to their suffering and pain. He was greatly saddened by their inexpressible suffering and pain. After this meeting, as he returned to the Nunciature, we saw his pale and grief-stricken face. He remained silent, not speaking with anyone in the car. He was so moved emotionally and spiritually by their suffering and pain, he gave up the dinner that was to follow. We felt that our Holy Father was very humane, and that he bore within himself a heart full of compassion.

In conclusion, Pope Francis was a man who whose inner self was radically immersed in kindness. He reminded the powerful that humility was not weakness. He spoke of love, not merely as doctrine, but as part of our being and living. His voice was always soft, but never weak; he carried the weight of truth, even while it was disturbing to the powerful. Pope Francis was a man who chose love beyond doctrine, compassion over judgment, and action over applause. He walked with the poor. He challenged the powerful, not with anger but with moral courage. He showed us that Holiness isn't just a place, a Temple or a Church; holiness is rather a living grace in the heart – a way of living, a way of seeing others in the spirit, and a way of choosing kindness over and over again, even when it hurts.

Following the inspiring vision of Pope Francis, let us speak truth with grace and compassion. Let us protect the vulnerable, and question the powerful. Above all, let us lift each other up, because, in Christ, we are all brothers and sisters.

May the Good and Merciful Lord grant him eternal rest.

+ Archbishop Bejoy N. D'Cruze, OMI

Holy Rosary Church, Tejgaon, Dhaka

মানব-পরিবার সম্পর্কে পোপ ফ্রান্সিসের শিক্ষা

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

সাম্প্রতিক কালে বিশ্বব্যাপী মহামানব, মহান ব্যক্তিত্ব ও বরেণ্য মানুষের বড়ো খরা। এই খরা এতই উত্তপ্ত ও প্রকট যে চারিদিকে দেখা যাচ্ছে দাবানল – প্রকৃতি-পরিবেশের মধ্যে দাবানল এবং মানবসমাজে যুদ্ধ-সংঘর্ষের দাবানল। এ হেন পরিস্থিতিতে পোপ ফ্রান্সিসকে নিয়ে স্মরণসভা করার যথার্থতা হচ্ছে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মডেল ও আদর্শ খুঁজে পাওয়া যাকে মানুষ অনুকরণ করতে পারে।

প্রথমেই আমি নিজের, খ্রিস্টান সম্প্রদায় ও বিশ্বের সকল জনগোষ্ঠির নামে পোপ মহোদয়ের প্রতি আমাদের গভীর ভক্তি, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি এবং তাঁর সকল কর্মকীর্তি, আদর্শ ও দৃষ্টান্তের জন্য ধন্যবাদ জানাই এবং তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

৭ মে ভাটিকানের সিস্টাইন চ্যাপেলে পোপ ফ্রান্সিসের স্থলে নতুন পোপ নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। কার্ডিনাল হিসেবে পোপ নির্বাচন-কনক্লেভে অংশগ্রহণ করার বয়সসীমা (৮০ বছর) আমার পার হয়ে গেছে। তবে পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পর তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে এবং কার্ডিনালদের সাধারণ অধিবেশনে আমার অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল কিন্তু সাম্প্রতিক অসুস্থতার কারণে রোমে যাওয়া সম্ভব হয় নি।

পোপ ফ্রান্সিস সবসময়ই প্রান্তিক মানুষকে ভালবাসতেন ও গুরুত্ব দিতেন; যা দূরের তা কাছে ও কেন্দ্রে নিয়ে আসতেন। এ কারণে তিনি বাংলাদেশকে ভালবেসে, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সমাজ থেকে একজনকে প্রথমবারের মতো কার্ডিনাল করেছেন। অথচ অসুস্থতার কারণে আমার এই মুহূর্তে রোমে থাকতে না পারাটা বাংলাদেশের জন্য একটা অভাব ও বিড়ম্বনা।

১॥ পোপের দায়িত্বভার

কাথলিক মণ্ডলীতে পোপ হচ্ছেন একজন ধর্মগুরু। পোপ ফ্রান্সিস কাথলিক তথা খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগুরুই হয়ে উঠেছিলেন। একযুগ (২০১৩-২০২৫ খ্রি.) ধরে তিনি পোপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি শুধু কাথলিকদের ধর্মগুরু নন। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে ভাটিকান একটি ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র এবং জাতিসংঘভুক্ত। এ দিক দিয়ে পোপ মহোদয় একজন রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধান। এই দায়িত্ব বলে তিনি সকল রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তাদের কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছে দিতে পারেন।

কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে যে, পোপ এমন একজন ব্যক্তি যিনি ঈশ্বর দ্বারা আহূত, তাঁর দ্বারা মনোনীত এবং বিশ্বের কাজে তাঁর দ্বারা প্রেরিত। পোপ ফ্রান্সিস ছিলেন প্রধান ধর্মগুরু, আবার একই সময়ে তিনি প্রকাশিত হয়েছেন একজন ধর্মপরায়ন, ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হিসেবে। এভাবেই তিনি মানুষের কাছে অভিহিত হয়েছিলেন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিসের বাংলাদেশ সফরের সমাপ্তিতে একটি সংবাদপত্র উক্তি করেছিল: "আধ্যাত্মিকতা বলতে কী বুঝায় পোপ ফ্রান্সিস আমাদের কাছে তা দেখিয়ে গেলেন।"

ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যারা তারা সাধারণত সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠির মধ্যে তারা সীমিত থাকেন না, সবার সাথে সংলাপ ও সম্পর্ক, সকলের সাথে শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধন অনুভব করেন। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি নিজস্ব ধর্মকে ভর করে এমন শিখড়ে চলে যান সেখানে সবাই তার ভাইবোন, সকলে তার আপনজন। এ ভাবেই পোপ ফ্রান্সিস বিশ্ব মানুষের হৃদয় জয় করেছেন।

২॥ পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে আমার পরিচয়

পোপ ফ্রান্সিসের সাথে আমার সম্পর্ক ধীরে ধীরে অনেকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাঁর সাথে ব্যক্তিগত ভাবে তিনবার সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয়। পোপ ফ্রান্সিসের উপস্থিতিতে সাতটি ধর্মসভায় অংশগ্রহণ করেছি এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে চা-বিরতির সময় একাধিকবার আলাপ করার সুযোগ হয়েছে। তাঁর তিনটি পালকীয় সফরে যোগদান করেছি: বিশ্ব যুবদিবস পর্তুগাল ও দক্ষিণ কোরিয়া এবং থাইল্যান্ডের ব্যাংকক শহরে। আবার ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে পোপ ফ্রান্সিস বাংলাদেশে এসেছিলেন। উক্ত সকল আয়োজনে প্রধান দায়িত্বে আমি নিয়োজিত ছিলাম। পোপ ফ্রান্সিস বাংলাদেশের মানুষের কাছে অপরিচিত নয়। বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তীতে তিনি ভার্চুয়ালি দেশের কাছে বাণী রেখেছিলেন।

৩॥ মানব-পরিবার ও মানব-ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে পোপ ফ্রান্সিসের ধারণা ও শিক্ষা

এবারে আমাদের নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়, অর্থাৎ "মানব-পরিবার ও মানব-ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে পোপ ফ্রান্সিসের ধারণা ও শিক্ষা" সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটি কথা বলি। "মানব-পরিবার ও মানব-ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে পোপ ফ্রান্সিসের ধারণা ও শিক্ষা" খ্রিস্ট বিশ্বাসের ভিত্তির উপরে গড়া এবং পোপ ফ্রান্সিস নিজে তাঁর ধারণা ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে আপন করে প্রকাশ করেছেন:

শিক্ষার ভিত্তি খ্রিস্টবিশ্বাস

প্রথমত, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এক। তিনি সমস্ত জগত ও সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তিনি পালনকর্তা এবং তিনি উদ্ধারকর্তা।

দ্বিতীয়ত, সৃষ্টির সেরা মনুষ্য-জগত একটি পরিবার স্বরূপ, যাকে আমরা বলি মানব-পরিবার। মানব-পরিবারের সকলেই আমরা ভাইবোন। এই বিষয়টি তাঁর বিশ্বজনীনপত্র "ফ্রাতেল্লি তুত্তি", "ভ্রাতৃ-সকল"-এর মধ্যে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

তৃতীয়ত, আমাদের এই পৃথিবী/ধরিত্রী হচ্ছে মানব-পরিবারের "অভিন্ন একটি বসতবাড়ি"; আমাদের বসত-বাড়িটাকে রক্ষা করা, ভালবাসা ও যত্ন নেওয়া সকল মানুষের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব। প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে বিশ্বজনীনপত্র "লাউদাতো সি" দলিলে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তন ও তার কুফলের জন্য মানুষ দায়বদ্ধ।

চতুর্থত, মানবজগত ও মানবপরিবারের প্রধান নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে: বিশ্বে "মানব-ভ্রাতৃত্ব" গড়ে তোলা; "মানব-ভ্রাতৃত্ব" হচ্ছে মানুষের সামাজিক ও জাগতিক জীবনের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, প্রধান চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ড।

অন্তর্ভুক্তিবোধ বা অন্তর্ভুক্তিকরণ

পোপ ফ্রান্সিসের শিক্ষা অনুসারে মানবসমাজকে যদি পরিবার রূপে গড়ে তুলতে হয় এবং সেই সমাজে যদি মানব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে সকল চিন্তাভাবনা ও কার্যক্রমের জন্য একটি নীতি অনুসরণ করতে হবে। সেই নীতি হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিবোধ বা অন্তর্ভুক্তিকরণ, অর্থাৎ সবাইকে সম্পৃক্ত করা, কাউকে বাদ নয়, বিচ্ছিন্নতা নয় বরং মিলন-সৃষ্টি করা। এই নীতির মধ্যে নিহিত পোপ ফ্রান্সিসের কয়েকটি ধারণা নিম্নে তুলে ধরা হল:

ধর্ম, দেশ, জাতি, রাষ্ট্র, কৃষ্টি, শ্রেণি, বর্ণ,

ইত্যাদি ক্ষেত্রে সীমানা বা প্রাচীর বা দেয়াল গড়া নয়, বরঞ্চ সবার মধ্যে যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা। ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা সকল বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতা হ্রাস করা একান্ত জরুরী।

যুদ্ধ-সংঘর্ষ-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পোপ ফ্রান্সিস উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। যুদ্ধ-সংঘর্ষ মানব-পরিবারের সম্পর্ক ও মানব-ভ্রাতৃত্ব নস্যাৎ করে দেয়। পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন ইতিমধ্যে খন্ডাকারে তৃতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশেষ করে গাজা, ইউক্রেন, মিয়ানমার এবং মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় দেশের শান্তির জন্য তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে গেছেন।

মাঝে মাঝে পোপ ফ্রান্সিসকে বলা হয় “পেরিফারীর বা প্রান্তিক-জগতের পোপ”। যারা দূরের তাদেরকে তিনি কাছে নিয়ে এসেছেন, কেন্দ্রে স্থান দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রান্তিক দেশ ও প্রান্তিক মানুষের কাছে গিয়ে তিনি উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। যেমন: বাংলাদেশ থেকে একজনকে কার্ডিনাল মনোয়ন; যারা ক্ষুদ্র ও দরিদ্র, শরণার্থী ও অভিবাসী, আদিম আদিবাসী, উদ্বাস্তু, অসুস্থ, পথের মানুষ, প্রতিবন্ধী তাদের প্রতি মনোযোগ; তাদের সাথে একাত্মতা স্বীকার। এ কারণে পোপ ফ্রান্সিস “দরিদ্রদের পোপ” বলেও আখ্যায়িত হয়েছেন। দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দীনমানুষের প্রতি ভালবাসা ব্যক্ত করেছেন ও তাদের অধিকারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত অসংখ্য।

শিশু-কিশোর-যুবদের প্রতি সর্বদা তিনি মনোযোগ দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে সময় কাটাতে, তাদের সঙ্গে থাকতে, তাদের কাছে তাঁর ভালবাসা ব্যক্ত করতে তিনি সুযোগ খুঁজতেন; তাদের হতাশার জীবনে আশা সঞ্চার করেছেন। তাই যুবরা তার কাছে যেতে আগ্রহী ছিল, তার জীবন প্রয়াণে মর্মাহত হয়েছে অনেক পরিমাণে। (উদাহরণ: চার বছর অন্তর বিশ্ব-যুবদিবস, বাংলাদেশে সফর কালে যুবদের সাথে নটর ডেম কলেজে সাক্ষাৎ, ইত্যাদি)

যারা পাপী (“তাদের বিচার করতে আমি কে?”) ও অপরাধী (কয়েদীদের ভালবাসা ও পা ধুইয়ে সেবা করা), যারা সমাজে পরিত্যক্ত বা চ্যুত, যারা অন্যায়ের শিকার (বিশেষ করে শিশু, কিশোর ও নাবালক) তাদের অধিকার নিয়ে কথা বলছেন; যারা ভালবাসা পায় না তাদেরকে ভালবাসাই ছিল একমাত্র পরিত্রাণের পথ। এভাবে পোপ ফ্রান্সিস মানবিক ভ্রাতৃত্ব জোরদার করেছেন মানবপরিবারে।

মানব-পরিবার ও ভ্রাতৃত্ব গঠনে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক ও সম্প্রীতি

পোপ ফ্রান্সিস তার কার্যকালে ৪৭ টি দেশে সফর করেছেন এবং সব দেশে তিনি অন্য ধর্মের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষের সাথে সাক্ষাৎ, আলোচনা, সভা বা প্রার্থনায় মিলিত হয়েছেন। সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য সব ধর্ম ও কৃষ্টির মানুষের মধ্যে মানবিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করা। এশিয়ার এগারোটি দেশে তিনি সফর করেছেন তার মধ্যে: বাংলাদেশ, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মালোয়েশিয়া, মঙ্গোলিয়া, শ্রীলংকা প্রমুখ। মধ্যপ্রাচ্য: সংযুক্ত আরব-আমিরাত–আবুধাবি, যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইরাক (ঝুঁকিপূর্ণ), প্যালেস্টাইন, ইস্রায়েল, লেবানন, ইত্যাদি দেশে সাক্ষাৎ ও সফর করেছেন যেখানে বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ ও একসঙ্গে প্রার্থনা এবং কোনো কোনে দেশে চুক্তি সম্পাদন করেছেন।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে ছিল পোপ ফ্রান্সিসের রাষ্ট্রীয় ও পালকীয় সফর। সফরের উদ্দেশ্য ছিল: “শান্তি ও সম্প্রীতি”। নাগরিক সম্বর্ধনা, স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন, আন্তঃধর্মীয় প্রার্থনা, রোহিঙ্গাদের সাথে সাক্ষাৎ, ছাত্রদের সাথে সমাবেশ ছিল আন্তঃধর্মীয় কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম।

আয়োজিত আন্তঃধর্মীয় প্রার্থনা-অনুষ্ঠানের শেষান্তে পোপ মহোদয়ের একক পরিচালনায়, অপরিকল্পিতভাবে মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন; রোহিঙ্গাদের করুণ কাহিনী তিনি শুনেছেন, নিরাপত্তা কর্মীদের বলেছেন: “তাদের কথা বলতে বাধা দিও না, তাদের শ্রদ্ধা কর”; বিশ্ববাসীর কাছে উক্তি করে বলেছেন: “আজ রোহিঙ্গারা ঈশ্বরের উপস্থিতি প্রকাশ করছে”; আবার বললেন: “যারা তোমাদের নির্যাতনের কারণ হয়েছে তাদের হয়ে আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি”; আরও তিনি বলেন: “বাংলাদেশ যেমন হৃদয়-দ্বার খুলে তোমাদের গ্রহণ করেছে, তোমরাও আমাদেরকে গ্রহণ করো”। সতেরোজন ব্যক্তির কথা শোনার পর পোপ ফ্রান্সিস নিজেই রোহিঙ্গাদের মধ্য থেকে একজন ইমামকে বিশ্বমানবের সকলের জন্য প্রার্থনা করার আহ্বান জানালেন। পোপ রোহিঙ্গাদের কথা শুনে ব্যথিত হয়েছিলেন, সেই দিন তিনি রাতে আর আহার করতে পারেননি। সোস্যাল মিডিয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে রোহিঙ্গাদের আর্তনাদ সম্প্রচারিত হল এবং মানব-ভ্রাতৃত্বের আহ্বানে কত দেশ তাদের মানবিক প্রয়োজন মেটাতে পরবর্তীতে এগিয়ে এল।

পোপ ফ্রান্সিসের দেওয়া অর্থ সাহায্যে বাংলাদেশের বিশপগণ বিগত ৭ বছর ধরে কারিতাসের একটি কর্মসূচির মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের পাশে থেকে কাজ করে আসছে আজোবধি। এখানে উল্লেখ করতে দ্বিধা নেই যে একজন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান পোপ মহোদয়কে আট কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়েছেন চার্চের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের যেন সাহায্য করা হয় – অভাবনীয় নিদর্শন।

মানব-পরিবার ও মানব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় শিক্ষা ও গঠন

আবুধাবির রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বে, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে কায়রোর আলহাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রান্ড ইমামের সাথে পোপ ফ্রান্সিস একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যেখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল “মানব-ভ্রাতৃত্ব” এবং তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রয়েছে ১১টি দফা।

পোপ ফ্রান্সিসের ধারণা অনুসারে মানুষের শিক্ষা ও গঠন হবে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতিতে, শিক্ষার লক্ষ্য “মানব-ভ্রাতৃত্ব”; আর শিক্ষাপদ্ধতি হবে ধর্ম ও কৃষ্টির মানুষের সাথে সংলাপ, সম্পর্ক ও সম্প্রীতি।

পরিশেষে সকলের কাছে আমার আবেদন পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মানবসমাজকে যেন সর্বদা একটি পরিবার হিসেবে গ্রহণ করি, পৃথিবী বা ধরিত্রীকে একটি আপন বসতবাড়ী হিসেবে বিবেচনা করি এবং প্রত্যেক মানবব্যক্তিকে মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সাথে, পরিবারের ভাইবোন হিসেবে জ্ঞান ক'রে, একটি মানব-পরিবার ও মানবিক ভ্রাতৃত্বে গড়ে উঠি শিক্ষা ও গঠনের মাধ্যমে।

(হলি ক্রস কলেজের দ্বারা আয়োজিত প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের স্মরণসভায় প্রদত্ত বক্তব্য, ৭ মে, ২০২৫ খ্রি.)

আর্থিক সাহায্যের আবেদন

সাহায্য পাঠানোর জন্য
বিকাশ নম্বর
০১৭২৬৭৮৩৩৯৮
Islami Bank A/C No.
20506050200028817

সুধী,
এই যে আমি, রবি পল গমেজ, পিতা: লাফন গমেজ ও মাতা: ব্রিজিনা গমেজ। আমার বাড়ি বনপাড়া ধর্মপল্লী হলেও বর্তমানে আমি ডিভাইন মার্সি ধর্মপল্লী ভাটারা, ঢাকা এর অন্তর্গত নতুন বাজার এলাকায় বসবাস করছি। আমি নানাবিধ শারীরিক সমস্যায় ভুগছি। আমি আমার পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। এমতাবস্থায় পরিবারের খরচ চালিয়ে আমি আমার চিকিৎসা করাতে পারছি না। তাই আপনাদের সহযোগীতা কামনা করছি।

আন্তঃমাণ্ডলিক সম্পর্ক : পোপ ফ্রান্সিসের উদ্যোগসমূহ

প্রথমেই আমি নিজের, খ্রিস্টান সম্প্রদায় ও বিশ্বের সকল জনগোষ্ঠির নামে পোপ মহোদয়ের প্রতি আমাদের গভীর ভক্তি, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি এবং তাঁর সকল কর্মকীর্তি, আদর্শ ও দৃষ্টান্তের জন্য ধন্যবাদ জানাই এবং তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

কাথলিক মণ্ডলীতে পোপ হচ্ছেন একজন ধর্মগুরু। পোপ ফ্রান্সিস কাথলিক তথা খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগুরুই হয়ে উঠেছিলেন। একযুগ (২০১৩-২০২৫ খ্রি.) ধরে তিনি পোপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি শুধু খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু নন। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে ভাটিকান একটি ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র এবং জাতিসংঘভুক্ত। এ দিক দিয়ে পোপ মহোদয় একজন রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধান। এই দায়িত্ব বলে তিনি সকল রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তাদের কাছেও মিশনকাজে প্রেরিত।

ক ॥ পোপ ফ্রান্সিসের আন্তঃমাণ্ডলিক (ইকিউমেনিকাল) উদ্যোগসমূহ

পোপ ফ্রান্সিস আন্তঃমাণ্ডলিক সম্পর্ক উন্নয়নে, পূর্বসূরী পোপ বেনেডিক্টের দ্বারা অর্জিত সকল অর্জনের উপর ভিত্তি করে, তারই ধারাবহিকতায় অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন যেমন: বিভিন্ন মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দের সাথে সভা এবং বিভিন্ন চার্চের সঙ্গে সংলাপ করেছেন। ঐক্য ও "সাক্ষাতের কৃষ্টি" উদ্ভাবনের প্রচেষ্টায় তিনি বড়োই উদ্যোগী ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল সব কাথলিক, অর্থডক্স এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের (ডিনোমিনেশন) খ্রিস্টানুসারীদের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি পায়। পোপের নেয়া উদ্যোগসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে তুলে ধরছি:

(১) সভা-সাক্ষাৎ ও সংলাপ: পোপ ফ্রান্সিস অর্থডক্স মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দদের সাথে বিশেষভাবে কনস্টান্টিনোপলের পাত্রিয়ার্ক বার্থলমিয়ের সাথে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাৎ করেছেন। একই বছর কিউবাতে রাশিয়ার অর্থডক্স পাত্রিয়ার্ক কিরিলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল যাতে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও জোরদার হয় এবং উভয়ের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তি সম্বন্ধে ঐকমত্য অনুসন্ধান করা হয়। পোপ ফ্রান্সিস লুথেরান মণ্ডলীর সাথে সুইডেনে, ২০১৬ খ্রি. প্রোটেস্টান্ট বিপ্লবের ৫০০ বছরের পূর্তি যৌথভাবে পালন করেছেন এবং লুথেরান ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একটি সমঝোতার বিবৃতি যৌথভাবে স্বাক্ষরিত হয়। দলিলে প্রকাশ করা হয় যে, এই দুই মণ্ডলীর মধ্যে অনৈক্যের চাইতে ঐক্য অনেক বেশী। অ্যাংলিকান মণ্ডলীর সভায় তিনি যোগদান করেছেন এবং তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন অনেকবার। তিনি অ্যাংলিকান মণ্ডলী এবং প্রাচীন কাথলিক মণ্ডলীসমূহের সাথে প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আলাচনায় লিপ্ত ছিলেন তাঁর পুরো কার্যকালে। বিশেষ প্রয়োজনে সুদান সফরকালে আর্চবিশপ অব ক্যান্টারবারি তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন।

(২) সমবেত প্রার্থনা ও উপাসনা: পোপ ফ্রান্সিস খ্রিস্টীয় ঐক্য এবং সমোঝোতার জন্য, বিভিন্ন খ্রিস্টান ঐতিহ্যের মণ্ডলীর সদস্যদের সাথে সমবেতভাবে প্রার্থনা ও উপাসনার গুরুত্ব অনুভব ক'রে তিনি নিজে তাতে যোগদান করতেন।

(৩) "সাক্ষাতের কৃষ্টি": পরস্পরের মধ্যে "সাক্ষাতের কৃষ্টি" গড়ার জন্য পোপ ফ্রান্সিস নিজেই উদ্যোগ নিয়েছেন যাতে বিভিন্ন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দূর হয়ে যায় এবং ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত দলগুলোর মধ্যে যোগসেতু নির্মাণ করা হয়। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দদের দর্শন করা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সংলাপের একটি কার্যকরী পদ্ধতি। পোপ ফ্রান্সিস অন্য ধর্মের এবং অন্য মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দের সাথে "সাক্ষাতের কৃষ্টি" গড়ে তুলেছেন।

(৪) যৌথ বিবৃতি ও উদ্যোগ: অন্যান্য খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দদের সাথে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন এবং যৌথভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যেন সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন ২০২৫ খ্রি. একসঙ্গে পুনরুত্থান পর্ব পালন করার জন্য প্রাচ্য অর্থডক্স মণ্ডলী ও কাথলিক মণ্ডলীর যৌথ ঘোষণাপত্র।

(৫) "রোমের বিশপ সম্পর্কে আন্তঃমাণ্ডলিক আলোচনা": পোপ ফ্রান্সিসের সমর্থনে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে, খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক পোপের মন্ত্রণালয় থেকে একটি দলিল প্রকাশিত হয়। দলিলের নাম ছিল: "বিশ্বজনীনপত্র Ut Unum Sint (তারা যেন এক হয়) অনুসারে রোমের বিশপ: প্রাধান্য ও সিনড-প্রক্রিয়া" বিষয় নিয়ে আন্তমাণ্ডলিক পর্যালোচনা এবং মতামত প্রকাশ করা হয়। আন্তঃমাণ্ডলিক পর্যালোচনায় পোপের প্রাধান্য সম্পর্কে যত আলোচনা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ এই দলিলে স্থান পেয়েছে এবং আগামী পুনর্মিলিত মণ্ডলীতে কীভাবে পিতরের ভূমিকা, রোমের বিশপ বা পোপ পালন করতে পারেন তার সম্ভাবনাও যাচাই করা হয়েছে এবং সে সম্বন্ধে সুপারিশও করা হয়েছে।

(৬) "সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী": পোপ মহোদয় মণ্ডলীতে সিনড-প্রক্রিয়া বা অপরের কথা শোনা এবং মাণ্ডলিকভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার প্রক্রিয়ার গুরুত্বের ওপর বেশ জোর দিয়েছেন, যার মাধ্যমে ঐক্য অর্জন এবং আন্তঃমাণ্ডলিক সম্পর্কের উন্নতি সাধন করা যায়। পোপ ফ্রান্সিস খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, কাথলিক মণ্ডলীর সিনড-প্রক্রিয়া খ্রিস্টীয় ঐক্য আরও ফলপ্রসূ ও বেগবান করবে।

(৭) অনুতাপ ও ক্ষমা: পোপ ফ্রান্সিস কাথলিকদের আহ্বান করেছেন যেন তারা অতীতের অন্যায়ের জন্য ক্ষমা যাচনা করে এবং তাদেরকে ক্ষমা দান করে যারা অতীতে নির্যাতিত হয়েছেন; এভাবে পুনর্মিলন ও নিরাময় সাধন করা হবে।

(৮) নিসীয় বিশ্বাস মন্ত্র: পোপ ফ্রান্সিস জীবদ্দশায় বাসনা করেছিলেন যে, নিসীয় ইকিউমেনিকাল মহাসভার ১৭০০ বছরের পূর্তি অনুষ্ঠান তিনি অর্থডক্স মণ্ডলী ও অন্যান্য মণ্ডলীর সাথে একত্রিত হয়ে পালন করবেন ইরাকের প্রাচীন নিসীয় নগরে (বর্তমানে ইজনিক নামক এলাকায়)। পোপ ফ্রান্সিসের এই পরিকল্পিত ঘটনা আন্তঃমাণ্ডলিক সংলাপ ও ঐক্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে। নিসীয় ইকিইমেনিকাল মহাসভার ১৭০০ বছরের পূর্তি উপলক্ষে পোপ মহোদয়ের খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে একটি দলিল ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন। শোনা যাচ্ছে যে, হয়তো বর্তমান পোপ চতুর্দশ লিও ২০ মে তারিখে নিসীয় নগরে যাবেন এবং সকল মণ্ডলীর সাথে উদযাপন করবেন ১৭০০ বছরের বিশ্বাসমন্ত্র।

(৯) যিশুখ্রিস্ট-২০৩৩ (জেসি-২০৩৩): কাথলিক, অর্থডক্স, ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চ, অ্যাভাঞ্জেলিকাল সম্প্রদায়, প্রমূখ কর্তৃক একটি মুভমেন্ট শুরু হয়েছে। প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যিশুর পুনরুত্থানের ২০০০ বর্ষের পূর্তি উদযাপন করা এবং এই উদ্দেশ্যে একসঙ্গে ইকিউম্যানিকাল মহাযাত্রার আহ্বান জানানো হয়েছে। উদ্যোগের মূলবাণী হচ্ছে: "আমাদের পরিচয় খ্রিস্ট, কোন সম্প্রদায় নয়।" এই উদ্যোগকে পোপ ফ্রান্সিস স্বাগতম ও সমর্থন জানিয়েছেন।

খ ॥ নিসীয় বিশ্বাস মন্ত্র: আন্তঃমাণ্ডলিক সম্পর্কের ভিত্তি

নিসীয়ইকিউমেনিকাল("oikoumene") মহাসভা অনুষ্ঠিত হয় ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে। উক্ত সভায় বিশ্বজনীন বিশ্বাসমন্ত্র সংজ্ঞায়িত হয়েছিল। ইকিউমেনিকাল মহাসভা কাথলিক মণ্ডলীতে, পোপের সভাপতিত্বে, বিশ্বের সকল বিশপদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত ইকিউমেনিকাল বা সর্বজনীন মহাসভা ঐশবাণীর আলোকে ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিকতা এবং মণ্ডলীর শৃঙ্খলা বিষয়ে যে-শিক্ষা দান করে তা মণ্ডলীতে যুগযুগ ধরে শিক্ষা-পরম্পরা

হয়ে চলমান থাকে। নিসীয় মহাসভা তেমনই একটি মহাসভা যা বিশ্বাসের বিষয়ে শিক্ষা-পরম্পরার প্রধান কর্তৃপক্ষ হয়ে উঠেছে।

নিসীয় মহাসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বক্ষণে প্রচলিত ছিল এরীয় ভ্রান্ত মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে যিশু শুধু মানুষ ছিলেন। এর বিরুদ্ধে নিসীয় মহাসভা যিশুর ঈশ্বরত্বকে খ্রিস্টবিশ্বাসের স্বীকারোক্তি হিসেবে স্থির করেছে।

নিসীয় মহাসভার বার্ষিকী উপলক্ষে পোপের "আন্তর্জাতিক ঐশতাত্ত্বিক কমিশন" একটি দলিল প্রকাশ করেছে। দলিলটির নাম: "যিশু খ্রিস্ট, ঈশ্বরের পুত্র, ত্রাণকর্তা: মণ্ডলীর নিসীর ইকিউমেনিকাল মহাসভার ১৭০০ বছর পূর্তি"। পোপ ফ্রান্সিস এই দলিলটিকে অনুমোদন করেছেন।

নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র হচ্ছে খ্রিস্ট সম্বন্ধে মণ্ডলীর বিশ্বাসের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকারোক্তি। পবিত্র ত্রিত্ব এবং যিশুর ঈশ্বরত্বের উপর বিশ্বাস সম্বলিত খ্রিস্টবিশ্বাসমন্ত্র আমাদের বিশ্বাসের "পরিচয়পত্র" বলে বিবেচিত। বিশ্বাসমন্ত্র শুধুমাত্র কয়েকটি ধর্মনীতির তালিকা নয়; বরং এখানে প্রকাশিত হয়েছে ঈশ্বরের ভালবাসা এবং তাঁর পরিত্রাণের উপহার।

নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র সমস্ত খ্রিস্টান মণ্ডলীর মধ্যে ঐক্যের চিহ্ন। এ বছর কাথলিক ও অর্থডক্স মণ্ডলী ও অন্যান্য মণ্ডলী একই দিনে পুনরুত্থান উৎসব পালন করেছে। নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে। পোপ মহোদয় বাসনা করেছেন যে, নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা বিভিন্ন মণ্ডলীকে একত্রিত করবে এবং কাথলিক বিশ্বাসীবর্গকে অনুপ্রাণিত করবে সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য।

নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র সম্পর্কে রচিত দলিলটি কয়েকটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করছে: (১) বাণী-প্রচারের জন্য নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র অপরিহার্য, (২) খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অন্যের সাথে সহভাগিতার জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি করবে। (৩) সাম্প্রতিক সামাজিক ও কৃষ্টিগত পরিবর্তনের সময় বিশ্বাসের যথোপযুক্ততা ব্যক্ত করবে। (৪) উপরন্তু বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে সকল বিচ্ছিন্নতার মাঝে বিশ্বাসের ঐক্য বা খ্রিস্টীয় ঐক্য অর্জনে গতি সঞ্চার করবে। (৫) পরিশেষে নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মণ্ডলীর মধ্যে সংলাপের সুযোগ সৃষ্টি করবে, যেমনটি হয়েছিল পুনরুত্থান উৎসব পালন করার সময়।

পোপ ফ্রান্সিস পুণ্যবর্ষ ঘোষনার পূর্ব থেকেই ২০২৫-জুবিলীর সাথে নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের ১৭০০ বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন সংযুক্ত করেছেন। তিনি আশা করেছেন যে নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের পূর্তি অর্থপূর্ণভাবে উদযাপিত হবে এবং মণ্ডলীতে ঐক্য প্রচেষ্টার একটি দৃঢ় ভিত্তি লাভ করবে এবং বিশ্বাসের তীর্থযাত্রায় আশার প্রতীক হিসেবে এই ঘটনাটি বিবেচিত হবে।

নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের বার্ষিকী উদযাপন এবং সেই উপলক্ষে প্রকাশিত দলিলটি খ্রিস্টীয় ঐক্য স্থাপনে এবং চার্চের মিশনকে আরও জোরদার করবে। নিসীয় সম্মেলন এবং চার্চের চলমান সিনড-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত কারণ এই প্রক্রিয়া "একসঙ্গে চলার" গুরুত্ব আরোপ করছে। এই গুরুত্ব মঙ্গলসমাচার অনুসারে জীবনযাপন করার প্রতি একনিষ্ঠতার আহ্বান।

আন্তর্জাতিক ঐশতত্ত্ব বিষয়ক কমিশন আগামী মে ২০, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে দলিলটির ওপর একটি অধ্যয়ন দিবস আয়োজন করেছে। দিবসটি রোমে পন্টিফিকাল উরবানিয়ানা নামক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এখানে অনেক ঐশতত্ত্ববিদ ও বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থেকে দলিলটির বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও তার প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

পরিশেষে মণ্ডলীর আদি পিতৃগণের একটি কথা উল্লেখ করে শেষ করতে চাই: "আমরা যেভাবে দীক্ষিত সেভাবে আমরা বিশ্বাস করি; এবং আমরা যেভাবে বিশ্বাস করি সেভাবে আমরা প্রার্থনা করি।" সুতরাং খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য অপরিহার্য: পবিত্র ত্রিত্বের নামে দীক্ষাস্নান, বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি এবং প্রার্থনা।

সংযুক্তি: নিসীয় বিশ্বাস মন্ত্র

এক পরমেশ্বর, সর্বশক্তিমান পিতা,

স্বর্গ ও মর্ত এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য বিশ্বমন্ডলের সৃষ্টিকর্তায় আমি বিশ্বাস করি।

আমি বিশ্বাস করি এক প্রভু যিশু খ্রিস্টে,

যিনি পরমেশ্বরের একমাত্র-জাত, এবং সর্বযুগের পূর্বে পিতা হতে জনিত।

পরমেশ্বর হতে পরমেশ্বর, জ্যোতি থেকে জ্যোতি, সত্যেশ্বর হতে সত্যেশ্বর।

তিনি জাত, সৃষ্ট নন, পিতার সঙ্গে অভিন্ন-স্বরূপ; তাঁর দ্বারা সমস্তই হল সৃষ্ট।

আমাদের মানবকুলের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে

স্বর্গ থেকে তিনি অবরোহন করলেন,

এবং পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়ার গর্ভে দেহধারণ করলেন, এবং মানুষ হলেন।

পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে আমাদের জন্য তিনি ক্রুশবিদ্ধ হলেন,

মৃত্যু-যাতনাভোগ করলেন ও সমাধিস্থ হলেন;

এবং শাস্ত্র-অনুসারে তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করলেন ও স্বর্গে আরোহন করলেন;

পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন;

তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে সগৌরবে পুনরাগমন করবেন – তাঁর রাজত্বের শেষ হবে না।

আমি বিশ্বাস করি প্রভু ও জীবনদায়ী পবিত্র আত্মায়,

যিনি পিতা ও পুত্র হতে সম্ভূত,

পিতা ও পুত্রের সাথে সমভাবে আরাধিত ও গৌরবান্বিত;

তিনি প্রবক্তাদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন।

এক পবিত্র সার্বজনীন ও প্রৈরিতিক মণ্ডলীতে আমি বিশ্বাস করি।

আমি পাপমোচনার্থে এক দীক্ষাস্নান স্বীকার করি;

এবং মৃতদের পুনরুত্থান ও শাশ্বত জীবনের প্রত্যাশা করি। আমেন।

Sources

1. By Martin Bürger Top ecumenical initiatives of Pope Francis: a retrospective

Munich, Germany, Apr 24, 2025 / 14:31 pm

2. By Kristina Millare, Vatican releases document to mark 1,700th anniversary of First Council

Vatican City, Apr 3, 2025 / 13:00 pm

3. Vatican News:

The Nicene Creed: an expression of Christian identity

Pope Francis: Restoration of Christian unity is 'an urgent priority in today's world'

(ঢাকা আর্চবিশপ হাউজের হলে ১৫ মে, ২০২৫ পোপ ফ্রান্সিস-এর স্মরণে আন্তঃমান্ডলিক প্রার্থনা ও সহভাগিতায় উপস্থাপিত কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি এর উপস্থাপিত বক্তব্য)

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

জীবনের উজ্জ্বলতায় মহীয়ান পোপ ফ্রান্সিস

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

সদ্য প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসকে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তার জীবনের অতি সুন্দর, উজ্জ্বল, আলোকিত দিকগুলো নিয়ে পাঠকের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে আমি একান্ত ভাবে ইচ্ছা করি।

১। বিখ্যাত প্রবক্তা পোপ ফ্রান্সিস

পোপ ফ্রান্সিসকে বলা হয়ে থাকে বর্তমান যুগের বিখ্যাত প্রবক্তা। একজন প্রবক্তার প্রধান কাজ হলো ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ, ধ্যান এবং জনগণের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া, জনগণকে ঈশ্বরের পথে পরিচালিত করা। সেই দিক থেকে পোপ ফ্রান্সিস ছিলেন সমগ্র মানুষের জন্যে একটি মহান উপহার। তাই তিনি শুধু কাথলিক খ্রিস্টানদের জন্যে নয়, বা শুধুমাত্র খ্রিস্টানদের জন্যে নয়, তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে একটি মহৎ অনুপ্রেরণা ও আলোকবর্তিকা। সমগ্র বিশ্বের নেতৃবর্গ থেকে শুরু করে অনেক সাধারণ মানুষের অন্তরে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার ও চেতনায় জন্ম দিয়েছেন, তাদের অনুপ্রাণিত ও আলোকিত করেছেন।

২। মণ্ডলী একটি হোটেল নয়, বরং মণ্ডলী একটি হাসপাতাল

পোপ ফ্রান্সিস মণ্ডলী সম্পর্কে যুগান্তকারী এক নতুন ধারণা তুলে ধরেছেন। অনেকে মণ্ডলী বলতে গির্জা ঘর বুঝে থাকি; আবার অনেকে মণ্ডলী পোপ, বিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টারদের এবং তাদের বসতিকে বুঝে থাকি; খুব কম লোক মণ্ডলী বলতে ঈশ্বরের জনগণ বুঝে থাকি। পোপ ফ্রান্সিস মণ্ডলী সম্পর্কে বলেন যে,"মণ্ডলী সাধুদের জাদুঘর নয়, কিন্তু পাপীদের জন্যে একটি হাসপাতাল।....... আমরা পাপীদের জন্য একটি হাসপাতাল। এর ভেতরে ক্ষত সেরে উঠে। একটি ভগ্ন বিশ্বের আধ্যাত্মিক আঘাতগুলো নিয়ে আসার জন্যে একটি স্থান প্রয়োজন।......আমরা বিচারের চেয়ে নিরাময় চাই।" ("The church is not a museum of saints, but a hospital for sinners." মণ্ডলীতে আহত ক্ষতবিক্ষত অসুস্থ মানুষ আমাদের আন্তরিক সেবা লাভ করে সুস্থ হবে; আধ্যাত্মিক, মানসিক ও দৈহিকভাবে অসুস্থ, দীন-দরিদ্র, অসহায়, পাপী-তাপী, ঘৃণিত, পরিত্যক্ত, অবাঞ্চিত, বঞ্চিত, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, বিকলাঙ্গ, ইত্যাদি মানুষকে মণ্ডলী সুস্থ করে তুলবে। তাই মণ্ডলী মানব সুস্থতাকারী একটি হাসপাতাল।

৩। আনন্দ কর! (REJOICE!)

পোপ ফ্রান্সিসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তার মুখে সর্বদা আনন্দময় হাসি। সাধু পল বলেছেন: "সর্বদা আনন্দ কর" *(ফিলিপ্পীয় ৪:৪)*। আনন্দের সেই উৎস ধারা থেকে পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, "আনন্দ কর" (REJOICE!) তার কণ্ঠের সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে: সর্বদা আনন্দ কর। তিনি বলেছেন: "বেজার মুখ কখনো মঙ্গল সমাচার প্রচার করে না।"

৪। মেষপালকের শরীরে মেষের গন্ধ ("A shepherd with the smell of the sheep")

এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, মেষদের সাথে মেষপালকের গভীর সুসম্পর্ক গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক। তাই মেষপালকের অন্তরে মেষদের অর্থাৎ তার জনগণের দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ, বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠবে। তাই তিনি পুরোহিতদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "পুরোহিতগণ হবেন এমন মেষপালক, যাদের শরীরে মেষের গন্ধ থাকবে।" ("Priests should be `shepherds living with the smell of the sheep')। মেষপালক হিসেবে তিনি আহত ক্ষতবিক্ষত মেষগুলোকে কোলে তুলে নেবেন ঠিক যিশুর মত।

৫। "প্রান্ত সীমানায় যাও" ("Go to the peripheries")

পোপ ফ্রান্সিস নিজে প্রথমে তার জীবনে প্রকাশ করেছেন এবং আমাদের কাছে আবেদন রেখেছেন মেষদের সন্ধানে ও সেবার জন্যে জগতের 'প্রান্ত সীমানায়', দূরবর্তী মেষদের কাছে যেতে। এই প্রান্ত সীমানা দেখা যেতে পারে দুই ভাবে। প্রথমত, ভৌগোলিক দূরত্ব: তাই পোপ ফ্রান্সিস একজন পোপ হিসেবে খুব সম্ভবত সবচেয়ে বেশি দেশ ভ্রমণ করেছেন, মেষদের কাছে গিয়েছেন, তাদের সঙ্গে থেকেছেন, তাদের কথা শুনেছেন। ৩১ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে, মঙ্গোলিয়াতে পোপ ফ্রান্সিসের পালকীয় সফর তার প্রান্ত সীমানায় যাওয়ার উজ্জ্বল প্রমাণ। মাত্র ১,৪৫০ জন কাথলিকদের দেশ মঙ্গোলিয়াতে তিনি ৮৬ বছর বয়সে ছুঁটে যান তাদের কাছে একজন দরদী, মেষপ্রেমিক, দয়ালু পিতা হয়ে এবং সেখানে তিনি দীর্ঘ পাঁচ দিন অবস্থান করেন।

৬। মণ্ডলী সকলের জন্য

যিশুর বাস্তব জীবনে যেমন ধনী-গরীব, পাপী-সাধু, অবহেলিত, যোগ্য-অযোগ্য, তুচ্ছ, নগণ্য, পতিতা, অবাঞ্চিত, সমাজচ্যুত, ইত্যাদি সকলের স্থান ছিল, ঠিক তেমনি তাঁর স্থাপিত মণ্ডলীতে সকলের স্থান রয়েছে, সকলের সমান অধিকার। তাই, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের মাণ্ডলিক পালকীয় ধ্যানে-দর্শনে ফুটে উঠেছে সমস্ত মানুষের জন্যে যিশুর হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা। তাই মণ্ডলী সম্বন্ধে তার বিখ্যাত স্লোগান হলো: "tutti, tutti, tutti"," Everyone, Everyone, Everyone", "সকলে, সকলে, সকলে"। অতীতে বিভিন্ন সময় মণ্ডলী তার বিভিন্ন আইনের দ্বারা কিছু মানুষকে অনুপযুক্ত ও অবাঞ্চিত করে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে মণ্ডলীর বাইরে রেখে দেওয়া হয়েছে; এমন কি, কাউকে কাউকে মণ্ডলী থেকে 'ত্যাজ্য' বা 'বহিষ্কৃত' ('excommunicated') করা হয়েছে, বিশেষভাবে, ভিন্ন মতাবলম্বী ও ভ্রান্ত-মতবাদীদেরকে। কিন্তু পোপ ফ্রান্সিস মণ্ডলী সম্বন্ধে তার ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করে বলেন: "আমি যখন বলি: সকলে, সকলে, সকলে, তখন আমি লোকদের বিষয়ে বলি। মণ্ডলী সকলকে গ্রহণ করে। সকলকে। তখন এটি জানতে চায় না তুমি কোন্ ধরণের মানুষ। আর তখন মণ্ডলীর ভিতরে সবাই বৃদ্ধি পেতে থাকে, কিন্তু একজন খ্রিস্টান হিসেবেই।" অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, খ্রিস্টের মণ্ডলী সকলের জন্য, এটি কাথলিক অর্থাৎ সার্বজনীন - সবার জন্য। মণ্ডলী থেকে যেন কেউ বাদ না পরে। যিশুর মণ্ডলী অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive), তা একচেটিয়া বা বাদ দেওয়ার (not exclusive) মণ্ডলী জন্য নয়। এখানে তাই স্থান পাবে সব ধরনের মানুষ।

৭। এই বিশ্বের সবাই আমরা ভাইবোন

মানুষে মানুষে, ধর্মের-বর্ণের-গোত্রের, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলে আমরা পরস্পর ভাই বোন। কেননা, সবাই একই পিতার সন্তান। ঈশ্বর আমাদের পিতা। প্রকৃতি ও বিশ্বজগৎ তারাও আমাদের ভাইবোন। তাই পোপ ফ্রান্সিস আমাদেরকে মানুষের সাথে সাথে প্রকৃতির ও জগতের যত্ন নিতে ও ভালোবাসতে আহ্বান করেন। আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে তাদের একান্ত প্রয়োজন। তাই পোপ ফ্রান্সিস মানুষ, প্রকৃতি, গাছপালা, নদী সাগর, জলবায়ু বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিশ্বের সবার কাছে আবেদন করেছেন। প্রকৃতি বাঁচলে মানুষ বাঁচবে। তাই তিনি সেই স্লোগানে যোগ দিয়েছেন: "জলবায়ু বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও।"

৮। শান্তির প্রবক্তা পোপ ফ্রান্সিস

সারা বিশ্বে সব দেশে শান্তির জন্যও প্রার্থনা করেছেন, ক্রন্দন করেছেন, আবেদন করেছেন। মানুষে মানুষে মিলনের জন্যে তিনি সব দেশের মানুষের কাছে বাণী রেখেছেন, মানুষকে আনুপ্রাণিত করেছেন।

তাই যেখানে যুদ্ধ হানাহানি, যেখানে অশান্তি, সেখানে যুদ্ধ বন্ধের জন্যে দেশের নেতৃবর্গকে আকুল অনুরোধ করেছেন। সুদানে যুদ্ধ বন্ধের জন্যে সেই দেশে ভ্রমণের সময় তিনি দেশের নেতৃবর্গের পদ চুম্বন করেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি লোকদের প্রাণ ভিক্ষা করেছেন।

৯। সেবায় মহীয়ান পোপ ফ্রান্সিস

তিনি রোমের জেলখানায় পুণ্য বৃহস্পতিবারে বন্দীদের পা ধুয়ে দিয়েছেন, তিনি নারীদের পা ধুয়ে দিয়ে নারীদের মর্যাদাকে উঁচুতে তুলে ধরেছেন। এরমধ্য দিয়ে তিনি প্রথমত, যিশুর আদর্শ তুলে ধরেছেন, যিনি গুরু হয়ে শিষ্যদের দাস হয়েছেন এবং পরম যত্নে শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছেন এবং তা মুছে দিয়ে চুম্বন করেছেন। এভাবে তিনি মানব সেবার এক মহান আদর্শ স্থাপন করেছেন।

১০। প্রেমময় পিতা পোপ ফ্রান্সিস

তিনি যিশুর মত তুচ্ছ, নগণ্য, অবহেলিত, ঘৃণিত, পতিত, সমাজচ্যুত তাদের সবাইকে কাছে টেনে নিয়েছেন। পাপী ও ঘৃণিতদের কাছে টেনেছেন রিফুজিদের তিনি হৃদয়ে আশ্রয় দিয়েছেন, লেসবিয়ান, ডিভোর্সি ব্যক্তিদের হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। যেকোনো বয়সের মানুষ তার কাছে নির্ভয়ে যেতে পেরেছে তার কাছে তাদের হৃদয়ের কথা নির্ভয়ে বলতে পেরেছে।

১১। সিনোডাল মণ্ডলী

পোপ ফ্রান্সিস আদি মণ্ডলীর জীবনধারাকে *(দ্রঃ প্রেরিত ২:৪২-৪৭)* জাগ্রত করেছেন, মণ্ডলীকে নতুন প্রাণ দিয়েছেন। প্রত্যেক মানুষ এই মণ্ডলীর এক একজন এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। যিশুর মণ্ডলীতে প্রত্যেক ব্যক্তির সক্রিয় ভূমিকা ও অংশগ্রহণ রয়েছে *(দ্রঃ ১ করিন্থীয় ১২:১২-২৭; এফিসীয় ৫:৩০)*। এটি শুধুমাত্র পোপ, কার্ডিনাল, বিশপ, পুরোহিত, ধর্মব্রতীদের মণ্ডলী নয়, বরং সবাইকে নিয়ে খ্রিস্টের মণ্ডলী। তাই খ্রিস্টের মণ্ডলীতে সবাই এক সাথে প্রেম ও সহভাগিতার পথে চলা একান্ত কর্তব্য।

১২। পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ পাপীদের জন্য আশীর্বাদ

পোপ ফ্রান্সিস বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছেন: "পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ হলো পাপীদের জন্যে একটি খাদ্য, ধার্মিকদের জন্যে পুরস্কার নয় ("Eucharist is bread of sinners, not reward of saints.")। পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ ধার্মিক ব্যক্তিদের তাদের ভাল কাজের জন্যে কোন পুরস্কার নয়। বরং এটি সেসব পাপীদের জন্যে ঈশ্বরের আশীর্বাদের দয়া ও করুণা লাভের সুন্দর উপায় ও সুযোগ, যারা তাদের জীবনের পাপ ও মন্দতার জন্যে দুঃখিত ও অনুতপ্ত, যারা তাদের জীবনের মন্দ পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পোপ মহোদয়ের এই নতুন চিন্তাধারায় অনেকে হোঁচট খেয়েছেন; অনেকে অবাক হয়েছেন।

১৩। খোশগল্প একটি পাপ (Gossiping is a sin)

পোপ ফ্রান্সিস বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন যে, "খোশগল্প একটি পাপ"। তিনি এরপক্ষে যথেষ্ট ও যুক্তি তুলে ধরে বলেন যে, যখন আমরা খোশগল্প করি, তখন আমরা অনেক সময় অন্যের 'ভাল' দিকটার পরিবর্তে 'মন্দ' দিক নিয়ে বেশি কথা বলি আর এভাবে আমরা অন্যের অনিষ্ট করি। তিনি এও বলেছেন যে, "গুজব একটি সন্ত্রাসীকাজ" ("Gossiping is a terrorism")। কেননা, সন্ত্রাসীরা অস্ত্র দিয়ে মানুষ হত্যা করে, আমরা খোশগল্পের সময় জিহ্বা দিয়ে অন্যকে হত্যা করি।

১৪। কাঠের কফিনে চিরনিদ্রায় শায়িত পোপ ফ্রান্সিস

ফ্রান্সিস চেয়েছেন যিশুর মত একজন সাধারণ মানুষের মতো মৃত্যুবরণ করতে। তাই তিনি একান্তভাবে চেয়েছেন, যেন তার মৃত্যুর পরে সাধারণ মানুষের মতো কাঠের কফিনে করে সমাহিত করা হয়। তাই তাকে ভাটিকানের অন্যান্য পোপদের কবরের পাশে সমাহিত করা হয়নি, তাকে রোমের মাতা মারীয়ার মহামন্দিরে সমাধিস্থ করা হয়েছে এবং তার অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করা হয়েছে।

১৫। আশার বর্ষ ও আমাদের প্রাণের আশা

অমর রবি, তুমি চিরদিন। আমরা পরম আশায় জাগ্রত রবো এই আশা নিয়ে যে, পরম করুণাময় ঈশ্বর আমাদের সবার প্রিয় স্বর্গীয় পোপ ফ্রান্সিসকে অতি শীঘ্রই একজন সাধুর মর্যাদা প্রদান করে তিনি তাঁর মহান মহিমা ও গৌরব প্রকাশ করবেন।

সহায়িকা সমূহ:

১. Source: National Catholic Reporter, https://www.ncronline.org/blogs/parish-diary/church-should-be-hospital-sinners *September 24, 2013.*

২. Source: REJOICE! A letter to Consecrated men and women- Pope Francis, Feb 2, 2014.

৩. Source: National Catholic Register, November 2, 2023.

৪. তেঁজগাও গীর্জায় প্রদত্ত পোপ ফ্রান্সিসের উপদেশ, ১ ডিসেম্বর, ২০১৭

৬. ইন্টারনেট

---

১৫ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

কাকরাইলস্থ ক্যাথিড্রাল প্রাঙ্গণে ১৬ জন রোহিঙ্গার সাথে দেখা করেন - যাদের মধ্যে ১২ জন পুরুষ, দুইজন মহিলা এবং দুইজন শিশু এবং যাদেরকে সরকারের অনুমোদন এবং কারিতাস বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে ক্যাথিড্রাল প্রাঙ্গণে আনা হয়েছিল। বার্মা থেকে তাদের বাড়ী-ঘর ছেড়ে প্রতিবেশি বাংলাদেশে প্রবেশ করতে বাধ্য হওয়া রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করার পর কাথলিকদের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক নেতা বলেছিলেন, "আজকের ঈশ্বরের উপস্থিতিকে রোহিঙ্গাও বলা হয়"।

২০২০ খ্রিস্টাব্দে পুরো পৃথিবী যখন করোনার থাবায় ঘরে ঢুকে গিয়েছিল, তখন তিনি একা দাঁড়িয়েছিলেন ভাটিকানের সেই খালি চত্বরে, বৃষ্টিতে ভিজে, প্রার্থনায় মগ্ন হন। তার সেই একাকী ছবি বিশ্ব ব্যাপী হয়ে উঠেছিল আশার প্রতীক।

পোপ ফ্রান্সিস এবং সিনোডালিটি:

পোপ ফ্রান্সিস তার পোপীয় দায়িত্ব গ্রহণকালীন সময়ের শুরু থেকেই চার্চের সিনোডালিটি গড়ে তোলার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তার নিজের ভাষায়, সিনোডালিটি হল সেই পথ "যা ঈশ্বর তৃতীয় সহস্রাব্দের চার্চ থেকে আশা করেন" কারণ এটি "চার্চের একটি গঠন-মূলক উপাদান"।

সিনডের সচিবালয় ঘোষণা করেছে, প্রথমবারের মত, ৭০ জন "নন-বিশপ সদস্য" - যাদের অর্ধেক হবে মহিলা - সিনড সাধারণ পরিষদে ভোট দিতে সক্ষম হবেন। এ ৭০ জন ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তদের ৫০ শতাংশ মহিলা এবং যাদের মধ্যে বেশ কয়েক জন যুবক অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ৭০ জনই অ্যাসেম্বলিতে ভোটাধিকার ভোগ করবে, যা মোট ৪০০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় ৩৭০ জন ভোটদানকারী সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।

কাথলিক গির্জার বেশ কিছু উদারনীতি ও সংস্কারের জন্য পোপ ফ্রান্সিস চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কাথলিক খ্রিস্টান, নন-কাথলিক খ্রিস্টান ও অন্য ধর্মের মানুষের মধ্যে ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস। প্রচলিত কট্টর কাথলিক চার্চকে মাটির মানুষের কাছে, গণমানুষের কাছে, সকল ধর্মাবলম্বীদের কাছে সহজ সরল করে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। আন্তঃমাণ্ডলিক এবং আন্তঃধর্মীয় ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপনে প্রচণ্ডভাবে আগ্রহী এবং বিশ্বাসী পোপ ফ্রান্সিস বাংলাদেশ সফরকালে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে মিলিত একই স্টেজে। পোপ ফ্রান্সিসের সবচেয়ে অনুপ্রেরণামূলক উক্তি গুলির মধ্যে একটি: "নদী নিজের জল নিজে পান করে না; গাছ নিজের ফল নিজে খায় না। সূর্য নিজের উপর আলোকিত হয় না এবং ফুল নিজের জন্য সুগন্ধ ছড়ায় না। অন্যদের জন্য বেঁচে থাকাই প্রকৃতির নিয়ম। আমরা সকলেই একে অপরকে সাহায্য করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি।"

২০১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ১২ বছর ধরে কাথলিক চার্চের নেতৃত্ব দেয়া 'পোপ ফ্রান্সিস' যুগের চির অবসান ঘটেছে সত্য, কিন্তু তাঁর কাজ, জীবন এবং আদর্শ "সহানুভূতিশীল ও মানবিক" বিশ্বকে ঠিকই এক আলোর রশ্মি দিয়ে চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তিনি আগামীতে বিশ্বময়। ৯

ইতিহাসের প্রথম লাতিন আমেরিকান পোপ, কাথলিক চার্চের মহান সংস্কারক পোপ ফ্রান্সিস

ডা: নেভেল ডি রোজারিও

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে ভাটিকানের সাথে ইলিনয়ের ব্লুমিংটন শহরের স্থানীয় সময়ের তারতম্যের কারণে সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, বর্তমান কাথলিক মণ্ডলীতে বেশ কিছু উদারনীতি ও সংস্কারের প্রবর্তক পোপ ফ্রান্সিস ৮৮ বছর বয়সে ভাটিকান সিটিতে তাঁর নিজ বাসভবন, কাজা সান্তা মাতায় নিদ্রিত হয়েছেন। পোপ ফ্রান্সিস দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থতায় ভুগছিলেন। দুটি ফুসফুসে নিউমোনিয়ায় পাঁচ সপ্তাহ হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়ার পর তিনি গত ২৩ মার্চ ভাটিকানে ফিরে আসেন। শেষের দিকে তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছিল। হাঁটা হয়ে উঠছিল কষ্টের, বেড়েছিল বাতের ব্যথা --- ফুসফুসের জটিলতা। তবু তিনি প্রতিদিন লোকের হাতে হাত রাখতেন, চুমু খেতেন শিশুদের কপালে। "আমার মৃত্যুর পর, লোকেরা যদি বলে -- এ মানুষটা চেষ্টা করেছিল ভালো কিছু করতে, তাহলেই আমি ধন্য।"

খ্রিস্টভক্ত সুহৃদ, সহানুভূতিশীল, নিরহঙ্কারী, ভিন্ন মাত্রার অনাড়ম্বরপূর্ণ একজন পোপ:

যিনি নিজের ঝকঝকে প্রাসাদে নয়,থ াকতেন ডোমুস সান্তা মার্থার সাধারণ কক্ষে। একজন পোপ, যিনি বলতেন -- "আমি কে, কাউকে বিচার করার"? এ কাহিনী ছিল না শুধুই একজন ধর্মীয় নেতার বরং ছিল এক মানবিক বিপ্লবীরও গল্প। যে গল্পের মানুষটা বুঝতো আর বুঝাতো যে, দয়া, নম্রতা আর সেবা-- এগুলো শুধু ধর্ম নয়, এটাই জীবন। ভাটিকানের সে প্রাচীন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ নতুন এক পোপ আন্তরিকতা নিয়ে দরাজ গলায় বললেন--- "ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, শুভ সন্ধ্যা"। না এটা ছিল না কোনো জাঁকজমকপূর্ণ ঘোষণা, গলার টানেও ছিল না কোনো রাজকীয় অহংকার -- বরং ছিল গরম চায়ের উষ্ণতা। পোপ ফ্রান্সিস-- যিনি শুরুতেই বোঝালেন, তিনি শাসক নন, সহযাত্রী। তিনি বললেন, 'গির্জা শুধু অলংকারে মোড়া প্রাসাদ হবে না, দরজা খুলে রাস্তায় নামবে'। তিনি জোর দিলেন দরিদ্রতা ও বৈষম্য দূর করার উপর। বললেন-- "একটা সমাজ যেখানে টাকা ঈশ্বর হয়ে দাঁড়ায়, সেটা অসুস্থ সমাজ"। কাথলিক চার্চকে বললেন, "গর্ভপাত, সমকামিতা, বিবাহ-বিচ্ছেদ নিয়ে কম কথা বলো। বরং কথা বলো দয়া, সহানুভূতি, আশ্রয় নিয়ে"। এটাই ছিল একটা নীরব বিপ্লব। কেউ কেউ এতে অস্বস্তি বোধ করলো, বিশ্বজুড়ে কানা-ঘুষাও হলো, কিন্তু বহু মানুষ প্রথম বারের মতো গির্জায় ফিরে এলো। পোপ ফ্রান্সিস গাড়ি বদলে ফেললেন-- জমকালো মার্সিডিজ বেঞ্জ নয়, একটা ফিয়াট ৫০০ এ চড়ে বের হতেন। একবার এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনি পোপ হয়ে কী পরিবর্তন এনেছেন?" তিনি হেসে বলেছিলেন, "জুতো। এখন লাল জুতো পরে থাকতে হয় না"। জাঁকজমকপূর্ণ জীবন খুবই অপছন্দ ছিল পোপ ফ্রান্সিসের।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাংলাদেশ সফর:

পোপ পদের দায়িত্বভার নেবার পর থেকেই ছিলেন পূর্ববর্তী পোপ মহোদয়দের থেকেই কিছু অনাড়ম্বরপূর্ণ। যখন কোন বিদেশ সফরে যান তখন বিলাসবহুল, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ও বুলেট প্রুফ গাড়ীর চেয়ে সাধারণ খোলা ও ব্যয়-সাশ্রয়ী গাড়ী ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। বিশ্বের কাথলিক চার্চ প্রধান পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০১৭, ৩০ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা সফরে এসেছিলেন। ইতোপূর্বে আরও দু'জন মহামান্য পোপ ঢাকায় এসেছিলেন। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাংলাদেশ আগমনে বাংলাদেশ খ্রিস্টানদের মাঝে এবং সরকারের মধ্যে শুরু হয় ব্যাপক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা। বিভিন্ন গাড়ীর মডেল সরকার এবং মূল প্রস্তুতি কমিটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশে নিযুক্ত পোপের প্রতিনিধির মারফত পোপের দপ্তরে পাঠানো হয়। ঢাকা ক্রেডিটের পক্ষ থেকে পোপের গাড়ীর ব্যবস্থার আগ্রহ দেখালে ঢাকা ক্রেডিটের তখনকার কর্মকর্তাদের সমন্বয় করার দায়িত্ব দেয়া হয়। সে সময় ভারতীয় TATA কোম্পানীর একটি টেম্পু জাতীয় গাড়ী সমবায় বিতান এবং স্টাফদের বিভিন্ন স্থানে নেবার কাজে ব্যবহৃত হত। এক সময় সে গাড়ীর ছবিটা দেখে সেটাতে খোলা অবস্থায় পোপ মহোদয়ের দাঁড়ানোর ব্যবস্থায় রূপান্তকরণ সাপেক্ষে ডিজাইন দিতে বলা হয়। কারিতাসের MAWTS এর কারিগরী বিভাগ ভারতীয় TATA কোম্পানীর পুরোনো চেচিস ঠিক রেখে সামনে পোপ মহোদয়ের দাঁড়ানোর ব্যবস্থা এবং পেছনে দু'জনার বসার ব্যবস্থা রেখে খোলা গাড়ীর ডিজাইন করে ছবি পোপের দপ্তরে পাঠালে তা অনুমোদিত হয়ে আসে। TATA কোম্পানীতে অর্ডার করিয়ে তা আনয়নের সময় ও জটিলতার কথা চিন্তা করে চেচিস ও ইঞ্জিন বাদে সব ফেলে দিয়ে MAWTS বের করে আনে এক নতুন গাড়ী। পোপ মহোদয়গণ বিদেশ সফরকালে যে গাড়ী ব্যবহার করেন তা সাধারণত সে দেশেই রেখে আসেন বা কাউকে দান করে দেন। উপহার দাতার উপহার পুনরায় উপহারদাতাকে উপহার দেবার রীতি না থাকলেও বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী কর্তৃপক্ষ পোপ মহোদয়ের ঢাকা সফর শেষে রেখে যাওয়া গাড়ীটি উপহার হিসেবে ঢাকা ক্রেডিটকে ফেরত দেয়।

তেঁজগায়ের Holy Rosary গির্জা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের প্রাচীনতম গির্জা। এ গির্জা প্রাঙ্গণ, সংলগ্ন কবরস্থান এবং সাধ্বী মাদার তেরেজা ভবনটি কাথলিক মণ্ডলীর মহামান্য ধর্মগুরু, পোপ ফ্রান্সিস মহোদয়ের পদার্পণ ও তাঁর আশীর্বাদিত। ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত তেঁজগায়ের Holy Rosary গির্জার স্থাপত্য-প্রণালী অনেকটা রোমীয় ও পর্তুগীজ মিশ্রিত। স্থাপত্য উপাদান ও অলংকারিক কারুকার্যে এ গির্জাটি হিন্দু মুসলিম ও খ্রিস্টান --এ তিনটি স্থাপত্য-রীতির সমন্বয় -- যা বাংলাদেশ স্থাপত্যে অতুলনীয়। পোপ ফ্রান্সিসের ঢাকা সফরকালে আশীর্বাদিত, প্রায় ৩৫০ বছরের পুরাতন গির্জাটিকে বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর যাদুঘরে রূপান্তরিত করে পূর্ববঙ্গে খ্রিস্টধর্ম প্রবর্তনের বিভিন্ন ঐতিহাসিক দ্রব্য, দলিল এর পাশে পোপ মহোদয়ের ব্যবহৃত গাড়ীটি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার এখনি সময়।

শান্তির দূত পোপ ফ্রান্সিস:

সারাটা জীবন শুধু শান্তির জন্য কাজ করে গেছেন। এ বছরের Easter Sunday এর আগের দিন হাসপাতাল থেকে ফিরে কাঁপা কাঁপা স্বরে ইসরাইলের সমালোচনা করে বলেছিলেন, "আমরা যেন ভুলে না যাই, মানবতা রক্ষা করার চেয়ে বড় কোনো ধর্ম নেই"। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে তিনি বলেছিলেন, "গাজার শিশুদের কথা ভাবুন-- যারা ক্ষুধার্ত, যারা গুলির নিচে। একটু মনুষ্যত্ব জাগান, প্লিজ"। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে যিনি সাহস করে ইসরাইলকে বলেছিলেন: "আপনারা শিশুদের ওপর বোমা ফেলেছেন। যুদ্ধের নামে যা করছেন, তা নিষ্ঠুরতা"। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের তিনি গ্রীসের লেসবস দ্বীপে গিয়ে সিরীয় মুসলিম শরণার্থীদের সঙ্গে দেখা করেন এবং প্রতীকী ভাবে তিনটি মুসলিম পরিবারকে নিজে সঙ্গ করে ভাটিকানে নিয়ে আসেন। তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ফিলিস্তিনকে আনুষ্ঠানিক ভাবে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই একটা শক্তিশালী কথা বলতেন, "যারা অস্ত্র বিক্রি করে, তারা যুদ্ধ চায়"। ঢাকা, বাংলাদেশ সফরের সূচনাকালে, পোপ ফ্রান্সিস

বাকি অংশ ১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন...

একজন ন্যায্যতাপূর্ণ মানবিক ও দরিদ্র পোপের গল্প

সাগর কোড়াইয়া

আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ার্সে ১৭ ডিসেম্বর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিসের জন্ম। জন্মের পর নাম রাখা হয় জর্জ মারিও বার্গোগলিও। ইতালীয় বংশোদ্ভূত এই ছেলেটি বড় হচ্ছিল এক অনাড়ম্বর পরিবারে। বাবা ছিলেন রেলওয়ের হিসাবরক্ষক, আর মা ঘর সামলাতেন, পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে জর্জ ছিল একেবারে মাঝামাঝি। খেলাধুলায় খুব উৎসাহী ছিলো না। তবে বই পড়তো খুব।

জর্জ বড় হতে লাগল। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে রসায়নে ডিপ্লোমা করলো। একটা ল্যাবরেটরিতেও কাজে যুক্ত ছিলো। কিন্তু তার মন ছিলো অন্য কোথাও। সেই ডাকটা এসেছিল একদিন অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে। ২১ বছরের তরুণ জর্জ তখন ঠিক করল, সে সেমিনারীতে প্রবেশ করে যাজক হবে। জর্জ সেমিনারীতে প্রবেশ করলো। ১৩ ডিসেম্বর ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি জেজুইট সম্প্রদায়ে যাজকীয় অভিষেক লাভ করেন। একজন যাজক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ হয়ে তিনি সাধারণ মানুষের কথা ভুলেননি। কারো ঘরে ভাত নেই, কারো শরীরে রোগ, কেউবা ঘুমায় রাস্তায়- এইসব মানুষের মাঝেই তিনি খুঁজে পেতে লাগলেন যিশুর মুখ।

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুন ফাদার জর্জ মারিও বুয়েন্স আয়ার্সের আর্চবিশপ হন। এই শহরেই তিনি জন্মেছিলেন আবার এই শহরেরই আধ্যাত্মিক অভিভাবক হয়ে উঠেন। ২০০1 খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি ফাদার জর্জ পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পল কর্তৃক কার্ডিনাল মনোনীত হন। কিন্তু এখানেও তাঁর জীবন ছিল সাধারণ। নিজের অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন, নিজের রান্না নিজে করতেন। তাঁর যাতায়াত ছিলো সাধারণ বাস-ট্রামে। ১৩ মার্চ ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে ১১৫ জন কার্ডিনালের ভোটে পোপ নির্বাচিত হন। তিনি নিজের জন্য আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের নাম বেছে নিলেন। এভাবেই ফাদার জর্জ থেকে পোপ ফ্রান্সিস হয়ে দারিদ্রতার জীবন যাপন করতে শুরু করলেন।

পোপ ফ্রান্সিস হলেন দরিদ্রদের পোপ। পোপ হওয়ার পরই তিনি বললেন, মণ্ডলী দরিদ্র, দরিদ্রদের জন্য মণ্ডলী। মণ্ডলী শুধু গির্জায় থাকবে না, রাস্তায় নামবে। যাজকদের গায়ের গন্ধ হোক রাখালের মতো। যেন শরীর থেকে মেষের গন্ধ বের হয়। পোপ ফ্রান্সিস নিজের ঝকঝকে প্রাসাদে নয়, থাকতেন সান্তা মার্থার একটি সাধারণ কক্ষে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন "আমি কে, কাউকে বিচার করার?" এ কাহিনী শুধুই একজন ধর্মীয় নেতার নয়, এ এক মানবিক বিপ্লবের গল্প। পোপ ফ্রান্সিস তাঁর জীবন দিয়ে বুঝাতেন, দয়া, নম্রতা আর সেবা শুধু ধর্ম নয়, এটাই জীবন।

পোপ ফ্রান্সিস জোর দিলেন দরিদ্রতা ও বৈষম্য দূর করার উপর। কাথলিক মণ্ডলীকে বললেন, গর্ভপাত, সমকামিতা, বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে কম কথা বলো। বরং কথা বলো দয়া, সহানুভূতি, আশ্রয় নিয়ে। এটাই ছিল একটা নীরব বিপ্লব। অনেকে এতে অস্বস্তি বোধ করল, বিশ্বজুড়ে কানাঘুষাও হলো, কিন্তু বহু মানুষ প্রথমবারের মতো মণ্ডলীতে ফিরে এল। তিনি চলাফেরার জন্য গাড়িও বদলে ফেললেন। জমকালো মার্সিডিজ বেঞ্জ নয়, একটা ফিয়াট ৫০০তে চড়ে বের হতেন।

একবার এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি পোপ হয়ে কী পরিবর্তন এনেছেন? পোপ ফ্রান্সিস হেসে বলেছিলেন, জুতো। এখন লাল জুতো পরে থাকতে হয় না! তিনি তখন কেবলমাত্র পোপ হয়েছেন। খুব ভোরে নিজের ঘর থেকে বের হয়ে দেখতে পান সুইসগার্ড ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছে। পোপ সুইসগার্ডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সারারাত দাঁড়িয়ে ছিলো কিনা জিজ্ঞেস করলেন। পোপ নিজের ঘরে গিয়ে সুইসগার্ডের জন্য খাবার এনে দিলেন। এই পোপ মানবিক পোপ না হয়ে থাকতে পারেন না। জানা যায় পোপ ফ্রান্সিস রাতের বেলা ভাটিকান চত্বরে একাকী বেরিয়ে পড়তেন। ঘুরে দেখতেন রাতের ভাটিকান।

২০১৫ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস বিশ্ববাসীকে চমকে দিলেন পরিবেশ বিষয়ক তাঁর বিখ্যাত প্রৈরিতিক পত্র 'লাউদাতো সি' প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি বললেন, পৃথিবী আমাদের সবার মা, আমরা তাকে বিষ দিচ্ছি। জলবায়ু পরিবর্তন শুধু বৈজ্ঞানিক বা রাজনৈতিক নয়, নৈতিক বিষয়। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে জলবায়ু বিষয়ক 'লাউদাতো দেউম' নামক আরেকটি পত্র লিখেন। সেখানে তিনি বলেন, মানব জাতি লোভের বশবর্তী হয়ে যখন ঈশ্বরের স্থান দখল করবে তখন তারা নিজেরা নিজেদের শত্রুতে পরিণত হবে।

রোহিঙ্গা নিপীড়নের প্রসঙ্গে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস বাংলাদেশে এসে বলেছিলেন, রোহিঙ্গারাও ঈশ্বরের সন্তান। তাদের নাম উচ্চারণে যদি ভয় হয়, তাহলে আমাদের বিশ্বাস দুর্বল। সেই সময় পোপ ফ্রান্সিসকে রিক্সায় নিয়ে ঘুরার সৌভাগ্য হয়েছিলো আমার। সত্যি বলতে পোপকে রিক্সায় উঠানোর পর তাঁকে আমার হালকা মনে হয়েছে। রিক্সা হাতল মাত্র ধরে ছিলাম। মঞ্চের সামনে পোপকে নামিয়ে দিলাম। পোপ আমাকে ধন্যবাদ জানাতে ভুললেন না। রিক্সা নিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পোপ আমাকে ডাকালেন। কাছে গেলাম। উপহার হিসাবে রোজারিমালা দিলেন। এ রকম মানবিক গল্প আরো বহু রয়েছে।

পোপ ফ্রান্সিস শুধু ধর্মগুরুই ছিলেন না, ছিলেন একজন রাজনৈতিক বিবেক। তিনি ইউক্রেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন। ফিলিস্তিন-ইস্রায়েল সংঘর্ষে উভয়পক্ষকে শান্তির বার্তা দিয়েছিলেন। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে যখন পুরো পৃথিবী করোনার থাবায় ঘরে ঢুকে গেছে, তখন তিনি একা দাঁড়িয়েছিলেন ভাটিকানের খোলা চত্বরে, বৃষ্টিতে ভিজে, প্রার্থনায় মগ্ন হয়ে। তার সেই একাকী ছবি বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠেছিল আশার প্রতীক।

জীবনের শেষের দিকে পোপ ফ্রান্সিসের শরীর ভেঙ্গে পড়ে। হাঁটা হয়ে উঠছিল কষ্টের, বাতের ব্যথা, ফুসফুসের জটিলতা। ফলে দীর্ঘ একমাস পোপকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকতে হয়েছিলো। অনেকটা সুস্থ হয়ে ফিরেও এসেছিলেন। মৃত্যুর আগের দিনও পুনরুত্থান উৎসবে পোপ ফ্রান্সিস শান্তির কথা বলেছেন। তাঁর পক্ষে একজন বলেন, অন্যের মতামতের প্রতি সম্মান ছাড়া কখনোই প্রকৃত শান্তি আসতে পারে না। ধর্মীয় স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া শান্তি সম্ভব নয়। তিনি গাজাবাসীদের স্মরণ করে বলেন, চলমান সংঘাতের কারণে সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয় দুঃখজনক। এই সংঘাত মৃত্যু ও ধ্বংস ডেকে আনছে।

২১ এপ্রিল। সবেমাত্র যিশুর পুনরুত্থান পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। সবাই তখনো আনন্দের মধ্যে। ভাটিকান সময় সকাল ৭:৩৫ মিনিটে ৮৮ বছর বয়সে পোপ ফ্রান্সিস তাঁর বাসভবন সান্তা মার্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেন যিশুর সাথে পুনরুত্থিত হবার জন্যে। কাথলিক মণ্ডলীর নেতৃত্ব দেওয়া অন্যধারার একজন ন্যায্যতাপূর্ণ মানবিক ও দরিদ্র পোপের জীবনাবসান ঘটে। পোপ ফ্রান্সিসের জীবনের সমাপ্তি হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাঁর ন্যায্যতাপূর্ণ মানবিক গল্পগুলো শোনা যাবে যুগ যুগ ধরে। গল্পগুলো মানবসভ্যতাকে পথ দেখাবে সুন্দর ও শান্তির পথে। ৯

উদার, মানবিক ও মহৎপ্রাণ পোপ ফ্রান্সিস

রক রোনাল্ড রোজারিও

অসাধারণ মানুষেরা বেশিরভাগ সময় সাধারণের মতো জীবনযাপন করেন। প্রদীপের মতো নিজেকে পুড়িয়ে তারা নিজের জীবনকে অন্যের জন্য উৎসর্গ করেন এবং সকলের সামনে নিজের জীবনকে উজ্জ্বল আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। পোপ ফ্রান্সিস সেই অসাধারণ মহৎপ্রাণ মানুষদের একজন যাদের জীবন ও কর্ম শুধুমাত্র খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে নয় মানব জাতির ইতিহাসেই স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। বারো বছর ধরে পোপ হিসেবে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্বদের অন্যতম একজন হয়েও তিনি অতি সাধারণ জীবনযাপন করেছেন কিন্তু অবিস্মরণীয় সব কাজ করেছেন এবং অনুপ্রেরণাদায়ী বাণী রেখে গেছেন। বেশ কিছুদিন যাবত ফুসফুসের সংক্রমণসহ নানা রোগে ভুগে মহান পোপ ফ্রান্সিস ২১ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ সকালে ৮৮ বছর বয়সে পরলোকে পাড়ি জমিয়েছেন। পোপের মৃত্যু প্রাকৃতিক নিয়মে স্বাভাবিক ঘটনা হলেও তা বিশ্ব মানবতার জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। এ মহাপুরুষের প্রয়াণে বিশ্ব হারালো এক উদার, শান্তিপ্রিয় ও মানবতাবাদী নেতাকে যিনি ছিলেন সকল দরিদ্র, অবহেলিত ও নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর।

কর্মময় জীবন

পোপ ফ্রান্সিসের আসল নাম হোর্হে মারিও বের্গোগলিও। তার জন্ম হয় আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আইরেসের ইতালীয় অভিবাসী এক পরিবারে ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। মেধাবী ফ্রান্সিস রাসায়নিক প্রযুক্তিবিদ হিসেবে স্নাতক হওয়ার পর ১১ মার্চ, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে জেজুইট নভিশিয়েটে যোগ দেন।

বুয়েনস আইরেসের আর্চবিশপ রামন হোসে ক্যাস্তেলানো ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তাকে যাজক পদে অভিষিক্ত করেন।

বিনম্র যাজক সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন

বের্গোগলিও বুয়েনস আইরেসের কার্ডিনাল আর্চবিশপ আন্তোনিও কোয়ারাসিনোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে ওঠেন। তার সমর্থনের সুবাদে পোপ জন পল দ্বিতীয় তাকে ২০ মে, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তাকে বুয়েনস আইরেসের সহকারী বিশপ হিসেবে নিযুক্ত করেন। সে বছরের ২৭ মে বুয়েনস আইরেসের ক্যাথেড্রালে তার বিশপীয় অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তার বিশপীয় 'কোট অব আর্মস' হিসেবে *Miserando Atque Eligendo* (করুণা করে তাকে বেছে নিয়েছি) বেছে নেন এবং তার কোটে যীশু সংঘের প্রতীক IHS (ইয়েজুস হোমিনাম সালভাতোর - যীশু, মানুষের ত্রাণকর্তা) সন্নিবেশিত করেন।

৩ জুন, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে, বের্গোগলিওকে বুয়েনস আইরেসের উত্তরাধিকারী (কো অ্যাডজুটর) আর্চবিশপ হিসেবে উন্নীত করা হয়। কার্ডিনাল কোয়ারাসিনোর মৃত্যুর পর তিনি ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে আর্জেন্টিনার আর্চবিশপ হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন।

পোপ ২য় জন পল তাকে ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০১ খ্রিস্টাব্দে কার্ডিনাল হিসেবে মনোনীত করেন।

২০০১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে তিনি ১০তম বিশপীয় সীনডের বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। বিশপীয় সীনড সভায় একজন বিশপের "প্রৈরিতিক মিশন," "ন্যায়বিচারের প্রবক্তা," মণ্ডলীর সামাজিক মতবাদের "নিরন্তর প্রচার", "বিশ্বাস ও নৈতিকতা" এবং "জোরালো অবস্থান" বিষয়ে আলোকপাত করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। শুধু আর্জেন্টিনা নয় বরং গোটা ল্যাটিন আমেরিকার অন্যতম জনপ্রিয় ধর্মীয় নেতা হিসেবে তিনি আবির্ভূত হন।

দরিদ্র মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং দরিদ্র জীবনের প্রতি টানের কারণে তিনি ২০০২ খ্রিস্টাব্দে আর্জেন্টিনার বিশপ সম্মিলনীর সভাপতি পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু তিন বছর পর আবারো নির্বাচিত হলে তিনি বাধ্য হয়ে সে পদ গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে আবারো তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হন। ২০০5 খ্রিস্টাব্দে তিনি ভাটিকানে পোপ নির্বাচনের কনক্লেভে যোগ দেন।

মানবিক ধর্মনেতা

বুয়েনস আইরেস শহরের ত্রিশ লক্ষ অধিবাসীর আর্চবিশপ হিসেবে তিনি যোগাযোগ এবং বাণীপ্রচার জোরদার করতে একটি বিশেষ মিশনারি প্রকল্প গ্রহণ করেন। তার চারটি প্রধান লক্ষ্য ছিল: উন্মুক্ত এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্প্রদায়, সচেতন ভক্তসমাজ যারা নেতৃত্বদানে সক্ষম, শহরের প্রত্যেক বাসিন্দার নিকট নতুন করে ধর্মবাণী প্রচার প্রচেষ্টা এবং দরিদ্র ও অসুস্থদের সহায়তা। এ লক্ষ্য পূরণে তিনি যাজক এবং সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের একসাথে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি সেসময় নিজের কাজ নিজেই করতেন, এমনকি নিজের খাবার পর্যন্ত রান্না করতেন। তিনি জৌলুসপূর্ণ বিশপের বাসভবনে না থেকে সাধারণ একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন এবং গাড়ি ব্যবহার না করে বাসে চলাচল করতেন।

১৩ মার্চ, ২০১৩ তারিখে বিশ্বের ১২০ কোটি কাথলিকদের সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত হয়ে পোপ ফ্রান্সিস ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

ইতিহাস প্রণেতা

পোপ ফ্রান্সিস বিখ্যাত যীশু ধর্মসংঘ (জেজুইট) হতে প্রথম পোপ। তিনি প্রথম ল্যাটিন আমেরিকান পোপ এবং ১,৩০০ বছরের মধ্যে প্রথম অ-ইউরোপীয় পোপ। পোপ নির্বাচনের পর তিনি যখন সাধু পিতরের ব্যাসিলিকার বিখ্যাত ব্যালকনিতে আবির্ভূত হন তখন তিনি হাজারো ভক্তকে অনুরোধ করেন "তাকে আশীর্বাদ করতে যেন তিনি তাদের আশীর্বাদ করতে পারেন।" তিনি লাল রাজকীয় পোপীয় পোষাক ও জুতা পরিহার করে সাধারণ শ্বেতশুভ্র পোষাক ও কাঠের ক্রুশ পরিধান করেন। তিনি নিজের হোটেল বিল নিজে দিতে আসেন এবং পোপীয় প্রাসাদ পরিত্যাগ করে সাধারণ বাসগৃহ কাজা সান্তা মার্তাতে বাস করতে শুরু করেন। তিনি বলেন, "আসল ক্ষমতা আসে সেবা করার শক্তি থেকে।" প্রথম থেকেই পোপ ফ্রান্সিস তার কথা এবং কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করেন যে তিনি একজন উদার, মানবিক, পরিবর্তনকামী এবং অংশগ্রহণবাদী আধ্যাত্মিক নেতা। তার বারো বছরের পোপীয় শাসনকালে তিনি মণ্ডলী আইন ও নীতি মৌলিক কোন পরিবর্তন না করে রক্ষণশীলদের প্রবল বিরোধিতার মুখেও বিশ্ব মণ্ডলীতে দীর্ঘকালের প্রয়োজনীয় উদার নীতি ও সংস্কার আনার ব্যাপক চেষ্টা করেছেন।

আমেরিকান লেখক এবং বুদ্ধিজীবী জন গেহরিং পোপ ফ্রান্সিস নির্বাচিত হওয়ার মাত্র ছয় মাস পরে ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় তার প্রভাব সম্পর্কে লিখেন: "কাথলিক চার্চে অপ্রত্যাশিত এবং অসাধারণ কিছু ঘটছে"। পোপ ফ্রান্সিস তাদের কাছ থেকে বিশ্বাসকে উদ্ধার করছেন যারা সোনায় মোড়ানো ক্যাথেড্রালে তা বন্দী করে রাখে এবং বিশ্বাসের মতবাদকে তরবারির মতো ব্যবহার করে। দূর্গসম কাথলিক বিশ্বাসের যে কঠিন ভবন - যেখানে প্রগতিশীল কাথলিক, সমকামী কাথলিক, নারী কাথলিক এবং অন্যান্য যারা চার্চকে ভালোবাসে, কিন্তু প্রায়শই প্রবেশাধিকার পায় না এবং বৈষম্যের শিকার - তা ভেঙে পড়তে শুরু করেছে।"

ফ্রান্সিসকে তার অসংখ্য অবিস্মরণীয় শব্দ এবং প্রতীকী আচরণের জন্য স্মরণ করা হবে যা একটি অতি-আধুনিক এবং ক্রমবর্ধমান ধর্মহীন বিশ্বে কাথলিক মণ্ডলী "একটি পথ

প্রদর্শক আলো” এবং “নৈতিক বিবেক” হতে সাহায্য করেছিল।

একজন সরল, নম্র যাজক এবং আর্চবিশপ হিসেবে যার গায়ে তার “পালের মেষদের গন্ধ পাওয়া যায়” তিনি হয়েছিলেন বিশ্ব কাথলিক মণ্ডলীর সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা। তার এ যাত্রা ছিল যেমন অসাধারণ তেমনি অসামান্য ছিল তার উদার মানবিক বিশ্বদৃষ্টি যা “সকলকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল এবং কাউকে বাদ দেয়নি।”

“আমি তাদেরই একজন”

একজন পালক পুরোহিত, শিক্ষক, আর্চবিশপ এবং কার্ডিনাল এবং তারপর একজন পোপ হিসেবে তার ভূমিকায় ফ্রান্সিস দৃঢ়ভাবে তার জনবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং সরল জীবনযাত্রার পরিচয় দিয়েছেন।

“আমার লোকেরা দরিদ্র এবং আমিও তাদেরই একজন”, তিনি বহুবার বলেছেন।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, তিনি পুরোহিতদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে মণ্ডলীতে সবচেয়ে খারাপ যা ঘটতে পারে তা হল “আধ্যাত্মিক জাগতিকতা” বা “আত্মকেন্দ্রিকতা”। তিনি সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং ধর্মশিক্ষা গ্রহণ ও পালন করতে, দশ আজ্ঞা অনুসরণ এবং প্রেরিতশিষ্যদের ন্যায় “মিশন পুনরাবিষ্কার” করতে উদ্বুদ্ধ করেন। সহজ কথায় তিনি সকলকে মানবতাবাদী হতে অনুপ্রাণিত করেছেন এই বলে যে, “যদি আপনি খ্রিস্টকে অনুসরণ করেন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে একজন ব্যক্তির মর্যাদা পদদলিত করা একটি গুরুতর পাপ।”

ফ্রান্সিস দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার (১৯৬২-৬৫) চেতনা বাস্তবায়নের জন্য জোরালো প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন- যা যাজকবাদী মণ্ডলীকে প্রত্যাখ্যান করে মণ্ডলীকে “ঈশ্বরের জনগণ” হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, “বাপ্তিস্ম সংস্কারের গুণে প্রত্যেকজন কাথলিক সমান মর্যাদা ও দায়িত্বের অধিকারী।”

ফ্রান্সিস বলেছিলেন যে, তিনি এমন বিশপ চান না যারা “রাজপুত্র”-র মতো আচরণ করতে চান এবং “কর্তৃত্ববাদী” না হয়ে মানুষকে “যাজক” হিসাবে নেতৃত্ব দিতে চান না।

উদাসীনতার বিশ্বায়ন

২০১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি তার আলোড়ন সৃষ্টিকারী পরিবেশ বিষয়ক প্রৈরিতিক পত্র “লাউদাতো সি” প্রকাশ করেন। তিনি তথাকথিত “হৃদয়হীন উন্নয়ন”, “উদাসীনতার বিশ্বায়ন” এবং “ফেলে দেয়ার সংস্কৃতি”-কে প্রত্যাখ্যান করতে সকলকে আহ্বান জানান। তিনি পরিবেশ দূষণকে “পরিবেশগত পাপ” হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় বিশ্বের সকল দেশকে একসাথে কাজ করতে বলেন।

নাস্তিকরাও স্বর্গে যেতে পারেন

২০১৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে, পোপ ফ্রান্সিস সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে নাস্তিকরাও যদি ভালো এবং সম্মানজনক জীবনযাপন করে তবে স্বর্গে যেতে পারে। একটি ধর্মোপদেশে তিনি বলেছিলেন: “প্রভু আমাদের সকলকে, খ্রিস্টের রক্ত দিয়ে, আমাদের সকলকে, কেবল কাথলিকদের নয়, মুক্ত করেছেন। সবাইকে!” যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, “পিতা, নাস্তিকরা?” তিনি উত্তর দিলেন, “নাস্তিকদেরও। সবাইকে!”

আমি বিচার করার কে?

২০১৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে, ব্রাজিল সফর থেকে ফেরার সময় এক সংবাদ সম্মেলনে, ফ্রান্সিস বলেছিলেন, “যদি কেউ সমকামী হয় এবং সে প্রভুর সন্ধান করে এবং তার সদিচ্ছা থাকে, তাহলে আমি কার বিচার করব?” পরবর্তীতে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, “এটা দুঃখজনক যে সমকামী ব্যক্তিরা নানাভাবে কথা বা কাজে হিংসাত্মক বিদ্বেষের শিকার হয়েছেন এবং হচ্ছেন। এই ধরনের আচরণ যেখানেই ঘটুক না কেন, চার্চের যাজকদের কাছ থেকে নিন্দা পাওয়ার যোগ্য।”

২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে ফ্রান্সিস সমকামী দম্পতিদের জন্য আশীর্বাদ অনুমোদন করে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ভাটিকান পরে বিবৃতি দিয়ে জানায় যে এ আশীর্বাদ “পালকীয়” এবং তা কোনভাবে গীর্জায় অনুষ্ঠিত “মাণ্ডলিক বিবাহ” আশীর্বাদ নয়। বিশ্বের উদারনৈতিক এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলো ফ্রান্সিসের এ পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করে।

ট্রান্সজেন্ডাররা স্বাগত

২০১৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে, পোপ ফ্রান্সিস ভাটিকানে ৪৮ বছর বয়সী স্প্যানিশ নাগরিক দিয়েগো নেরিয়া লেজাররাগাকে নীরবে স্বাগত জানান এবং তাদের সাথে দেখা করেন। একজন নারী হিসেবে জন্মগ্রহণকারী লেজাররাগা পরবর্তীতে অস্ত্রোপাচারের মাধ্যমে একজন ট্রান্সজেন্ডার পুরুষে পরিণত হন। একজন স্প্যানিশ পুরোহিত একবার লেজাররাগাকে “শয়তানের কন্যা” বলে অভিহিত করেছিলেন এবং পোপ ফ্রান্সিস লেজাররাগাকে তার সাথে দেখা করে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

গর্ভপাতের জন্য ক্ষমা

২০১৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ফ্রান্সিস একটি বিশেষ “করুণার জানালা” উন্মুক্ত করেন যাতে গর্ভপাত করা নারীকে পাপস্বীকার করে মণ্ডলীতে ফিরে আসতে পারে। কাথলিক মণ্ডলী গর্ভপাতকে “মারাত্মক পাপ” হিসেবে বিবেচনা করে। ফ্রান্সিস গর্ভপাতের বিষয়ে মণ্ডলীর অবস্থান পরিবর্তন করেননি, তবে তিনি অভূতপূর্ব দয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেন।

বিচ্ছেদপ্রাপ্ত এবং পুনর্বিবাহিতদের স্বাগত জানানো

২০১৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে, পোপ ফ্রান্সিস বিবাহ এবং পারিবারিক জীবন বিষয়ক বিশপীয় সিনড আহ্বান করেন। এরপর তিনি দীর্ঘ এবং কঠোর বিবাহ বাতিলকরণ প্রক্রিয়াকে সহজ করেন। তিনি বিশপদের বিবাহ বাতিল করার অনুমতি দেন। কিন্তু পাশাপাশি তিনি ধর্মযাজকদের বিবাহ বিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহকারী কাথলিকদের জন্য সর্বদা দরজা খোলা রাখতে বলেন।

শরণার্থীদের প্রতি সহানুভূতি

ফ্রান্সিস যেহেতু একটি অভিবাসী পরিবারে জন্মেছিলেন, তিনি সর্বদা শরণার্থী এবং অভিবাসীদের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন। তাদের দুঃখ-কষ্টকে তিনি খুব কাছে থেকে দেখেছেন এবং তাদের প্রতি মমতাময় দৃষ্টি দিয়েছেন।

পোপ হিসেবে তিনি ভাটিকানে শরণার্থীদের স্বাগত জানিয়েছেন এবং তাদের সাথে দেখা ও সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সফরে এসে তিনি মায়ানমারের নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থীদের সাথে দেখা করেন এবং তাদেরকে তিনি “ঈশ্বরের উপস্থিতি” হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

নারী ক্ষমতায়ন

ফ্রান্সিস চার্চে নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য একটি অভূতপূর্ব পদক্ষেপও নিয়েছিলেন। তিনি ভাটিকানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীদের নিযুক্ত করেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ডিকাস্ট্রির পূর্ণ সদস্য। তিনি “কোমল হৃদয়” এবং “আরও মানবিক সমাজ গঠনের ক্ষমতার প্রশংসা করে বিশ্বের উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীদের ভূমিকার উপর জোর দিয়েছিলেন।

সিনোডালিটি: দ্য গ্র্যান্ড ভিশন

২০২৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস কাথলিক মণ্ডলীকে আরো বেশি অংশগ্রহণমূলক করতে সীনড অন সীনডালিটি আহ্বান। তার এ প্রয়াস ছিল তার পোপীয় আমলে মণ্ডলীকে উদার ও মানবিক করে তোলার সকল প্রচেষ্টার চূড়ান্ত পর্যায়। দুই বছরের বেশি সময় ধরে চলা বিশ্ব মণ্ডলীর সীনডীয় যাত্রাকে ২য় ভাটিকান মহাসভার পর কাথলিক মণ্ডলীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রয়াত ভারতীয় ঐশতত্ত্ববিদ ফেলিক্স উইলফ্রেড একে মণ্ডলীর জন্য পোপ ফ্রান্সিসের “হাজার বছরের গ্র্যান্ড ভিশন” হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ফ্রান্সিস মনে করতেন কাথলিক মণ্ডলী যদি সীনডীয় মণ্ডলী হয়ে একসাথে পথ চলতে না পারে তাহলে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ✿

পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে বিশ্বনেতাদের শোকবার্তা

পোপ ফ্রান্সিস গত ২১ এপ্রিল, সোমবার সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে ভাটিকানে নিজ বাসভবন কাজা সান্তা মার্তায় মৃত্যুবরণ করেন। এক যুগের বেশি সময় কাথলিক চার্চের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন পোপ ফ্রান্সিস। সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের প্রতি পোপ ফ্রান্সিসের বিশেষ সহানুভূতি ছিল। বিশ্ব শান্তি ও পরিবেশ রক্ষায়ও তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। ইউক্রেন ও গাজা যুদ্ধ বন্ধে তিনি প্রায় সময় আহ্বান জানাতেন। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বের উল্লেখযোগ্য প্রায় সব নেতাই শোক প্রকাশ করেছেন। বিশ্ব নেতাদের দেওয়া শোকবার্তাগুলো তুলে ধরা হল:

এক বিবৃতিতে **জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস** প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের ঐতিহাসিক অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'শান্তি ও মানবিক মর্যাদার জন্য তাঁর কণ্ঠস্বর বিশ্ব স্মরণ রাখবে। আশা, নম্রতা এবং মানবিকতার এই বার্তাবাহকের প্রতি বিশ্বের লাখো মানুষের মতো আমিও গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, 'শান্তিতে থাকুন পোপ ফ্রান্সিস! ঈশ্বর তাঁকে এবং যাঁরা তাঁকে ভালোবাসতেন, তাঁদের মঙ্গল করুন!'

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পোপ ফ্রান্সিসকে 'করুণা ও নম্রতার বাতিঘর এবং বিশ্বজুড়ে লাখো মানুষের আধ্যাত্মিক সাহসের পথপ্রদর্শক' বলে মন্তব্য করেছেন।

পোপ ফ্রান্সিস আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন উল্লেখ করে **রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন** এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'খ্রিস্টীয় শিক্ষার জন্য তিনি একজন বিশ্বস্ত সেবকে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্মীয়ভাবে প্রাজ্ঞ ও রাষ্ট্রনেতাসুলভ ব্যক্তিত্ব। তিনি মানবতা ও ন্যায়বিচারের একজন অবিচল সমর্থক ছিলেন।'

এক শোকবার্তায় **ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি** বলেন, 'পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুর খবর আমার জন্য একটি বড় ধাক্কা। আমরা একজন মহান ব্যক্তি ও অভিভাবককে হারালাম। তাঁর বন্ধুত্ব, উপদেশ ও শিক্ষা লাভের সুযোগ আমার হয়েছিল। নিজের খারাপ সময়েও তিনি আমাকে উপদেশ দেওয়া অব্যাহত রেখেছিলেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি তাঁকে বিদায় জানাচ্ছি।'

আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে লিখেছেন, 'পোপ ফ্রান্সিসের (জর্জ বেরগোগ্লিও) মৃত্যুর খবর জেনে আমি গভীরভাবে দুঃখিত। তিনি শান্তিতে থাকুন। তাঁর সঙ্গে কিছু মতপার্থক্য ছিল, যা আজ গৌণ মনে হচ্ছে। তিনি ছিলেন এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ছিল আমার জন্য সম্মানের।'

দুঃসময়ে পোপ ফ্রান্সিস সব সময় পাশে ছিলেন জানিয়ে **ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল**

মাখোঁ সাংবাদিকদের বলেন, 'যুদ্ধ ও নিষ্ঠুরতার সময়ে সবচেয়ে অসহায় মানুষের পক্ষে কথা বলতেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর শূন্যতা বিশ্বের কাথলিক সমাজের পাশাপাশি ফ্রান্সেও দারুণভাবে অনুভূত হবে।'

জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ বলেন, 'পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে ক্যাথলিক চার্চ ও বিশ্ব দুর্বলের পক্ষে কথা বলার একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে হারিয়েছে। তিনি সব সময় মানুষে মানুষে মিলন কামনা করতেন। তিনি ছিলেন উষ্ণ হৃদয়ের এক মানুষ।'

যুক্তরাজ্যের রাজা তৃতীয় চার্লস ও কুইন কনসর্ট ক্যামিলা পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে 'গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন'। এক বিবৃতিতে তারা লিখেছেন, 'তিনি ইস্টার সানডের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন শুনে আমরা কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলাম।...মানুষ ও আমাদের এই গ্রহের প্রতি নিজের কর্ম ও যত্ন দিয়ে তিনি সবার হৃদয় স্পর্শ করেছেন।'

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এক্সে লিখেছেন, 'বিশ্বের এক জটিল ও চ্যালেঞ্জিং সময়ে তাঁর নেতৃত্ব ছিল বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। তিনি ছিলেন বেশ নম্র। যুক্তরাজ্যের সব মানুষ ও কাথলিক চার্চের পক্ষ থেকে আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।'

বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এক শোকবার্তায় বলেন, "আমরা তার মৃত্যুতে এমন এক পোপ যুগের সমাপ্তি দেখলাম, যা ছিল মানবিক মর্যাদা, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও প্রান্তিক মানুষের ন্যায়বিচার আদায়ের গুণাবলিতে পরিপূর্ণ। "তার নেতৃত্ব ধর্মীয় সীমার বাইরে গিয়েও লাখ লাখ মানুষকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, সহনশীল ও মানবিক বিশ্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করেছিল।"

প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, "তাঁর বিদেহী আত্মা চির শান্তিতে থাকুক। তিনি দয়া ও মানবিকতা সম্পন্ন যে ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব গড়ার স্বপ্ন দেখতেন, আমরা যেন তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো অব্যাহত রাখতে পারি।"

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এক্সে লিখেছেন, 'কীভাবে আশা দেখাতে হয়, প্রার্থনার মাধ্যমে দুঃখ-কষ্ট কমাতে হয় এবং ঐক্য বজায় রাখতে হয়, তা পোপ ফ্রান্সিস শিখিয়েছেন। তাঁর স্মৃতি জাগরুক থাকবে।

ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগ বলেছেন, 'পোপ ফ্রান্সিস গভীর বিশ্বাস এবং অসীম করুণাময় এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জিম্মিদের উদ্ধারের জন্য যে প্রার্থনা করেছিলেন, তা শীঘ্রই ফলবে বলে আশা করি।'

মিসরের কপটিক অর্থোডক্স চার্চ পোপ ফ্রান্সিসকে 'খ্রিস্টীয় নম্রতার সত্যিকারের উদাহরণ' বলে উল্লেখ করে তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পোপ ফ্রান্সিসের বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক প্রভাবের কথা উল্লেখ করে একটি বিবৃতি দিয়েছে।

লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউন এক্সে এক পোস্টে লিখেছেন, লেবাননের মানুষ 'একজন প্রিয় বন্ধু ও শক্তিশালী সমর্থকের ক্ষতি অনুভব করছে। প্রয়াত পোপ সব সময় তাঁর হৃদয়ে লেবাননকে লালন করতেন এবং আমাদের জন্য প্রার্থনা করতেন।'

বৌদ্ধদের আধ্যাত্মিক গুরু দালাই লামা এক শোক বার্তায় লিখেছেন, 'পোপ ফ্রান্সিস নিজেকে অন্যদের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। সাদামাটা ভাবে কীভাবে অর্থপূর্ণ জীবনযাপন করা যায়, তা তিনি দেখিয়ে গেছেন।'

তথ্যসূত্র: বাংলা বিডি নিউজ ২৪.কম, প্রথম আলো।

লাউদাতো সি সপ্তাহ - ২০২৫
ধরিত্রীর জন্য আশা জাগানো

ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি

জীবন-জীবিকা ও প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষাবিষয়ক পোপ ফ্রান্সিসের **'লাউদাতো সি'** নামক সর্বজনীন পত্রটির ১০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ভাটিকানের সমন্বিত মানব উন্নয়ন নামক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২৪ থেকে ৩১ মে, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষে **'লাউদাতো সি সপ্তাহ'** উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এ বছর প্রতিপাদ্য **'ধরিত্রীর জন্য আশা জাগানো'** বিষয়টি অনুধ্যানে ধরিত্রী অবিরত অফুরন্ত আনন্দ বয়ে নিয়ে আসছে তা হৃদয়ে অনুধাবন করবো এবং আশাময় ভবিষ্যত বিনির্মাণে একসাথে কাজ করার মনোবল উজ্জীবিত করবো।

এই বছর 'ধরিত্রীর জন্য আশা জাগানো' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে একত্রিত হবো এবং রোমীয় ৮:১৯-২৫ পদের আলোকে 'আশার প্রথম ফসল' প্রতীকটি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে। পবিত্র বাইবেলে রোমীয়দের নিকট প্রেরিতশিষ্য সাধু পলের পত্রে, ধরিত্রীকে একজন মা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, প্রকৃতি আজ আর্তনাদপূর্ণ বিলাপ করছে, সৃষ্টি "প্রসব-বেদনায় গুমরে মরছে" *(রোমীয় ৮:২২)*। আসিসির সাধু ফ্রান্সিস তার সৃষ্টির বন্দনাগীতিতে বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি ক'রে ধরিত্রীকে আমাদের 'বোন' এবং আমাদের 'মা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন- 'প্রভু আমার, তোমার প্রশংসা হোক ভগ্নি পৃথিবীর জন্য, সে আমাদের জননী, সে ক'রে আমাদের ধারণ ও ভরণপোষণ" (১২২৪ খ্রিস্টবর্ষ)। যে ধরিত্রী আমাদেরকে লালন-পালন করছে, যে অঞ্চলে আমি বেড়ে উঠেছি, যে গ্রামে আমার শৈশব কেটেছে, যে বসতবাটিতে আমি জন্মেছি- সেখানকার প্রকৃতি ও পরিবেশ কত অপব্যবহার ও কত দুর্ব্যবহারে আক্রান্ত। ধরিত্রীকে আমাদের প্রতি সৃষ্টিকর্তার উপহার হিসেবে বিবেচনা না করে, বরং একটি ভোগ্যপণ্য বা সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করছি। ধরিত্রীকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করছি, আর ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি। তাই ধরিত্রী প্রসব-বেদনায় কাতড়াচ্ছে, সজোরে আর্তনাদ করছে। এ প্রসব-বেদনা জন্মের পূর্বলক্ষণ, এ আর্তনাদ 'নবসৃষ্টির' ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বাইবেলের প্রেক্ষাপটে খ্রিস্টীয় আশা কৃত্রিম নয়, এটি সক্রিয়। আশা করা মানে স্থির থাকা ও শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নয়, বরং আর্তনাদে ব্যাকুল হওয়া এবং সংগ্রামের মধ্যে নবজীবনের জন্য সক্রিয় থাকা। আমাদের আশা ঈশ্বর বিশ্বাসে প্রোথিত, প্রতিশ্রুত এবং চারিদিকে ক্রিয়াশীল। তাই 'লাউদাতো সি সপ্তাহ' একটি সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য আশা এবং প্রত্যাশা করতে শেখায়। ঠিক যেমন প্রসব-সময়ে তীব্র যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে একটি নতুন জীবনের উদ্ভব হয়। তেমনি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ও মহৎ উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টা প্রকৃতি-পরিবেশ ও জীবন-জীবিকায় নবসৃষ্টি দান করবে। 'লাউদাতো সি' পত্রটির ৭টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে কিছু উপলব্ধি ও কিছু সুপারিশ আলোচনা করা হলো, তবে পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের মতো করেও পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। 'লাউদাতো সি' সর্বজনীন পত্রটির ১০ম বার্ষিকী হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে আরো দশজনকে জীবন-জীবিকা ও প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে সচেতনতা প্রদান করতে পারি।

১) জগতের আর্তনাদে সাড়াদান

জীবাশ্ম জ্বালানী ও নবায়নযোগ্য শক্তি অপচয়রোধ: জীবাশ্ম জ্বালানী হলো কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল অন্যদিকে নবায়নযোগ্য শক্তির মধ্যে রয়েছে সৌর শক্তি, বায়ু শক্তি, জলবিদ্যুৎ, ভূ-তাপীয় শক্তি এবং জৈব জ্বালানী। নিজের সৌখিন মনোবাসনাকে চ্যালেঞ্জ করে চাহিদা নয়, বরং প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে প্রাকৃতিক শক্তির অপচয় রোধ করতে পারি। একটু ভেবে দেখি, রাতে চাঁদ ও তারার অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে কতবার বা কতক্ষণের জন্য ঘরের বাতিগুলো বন্ধ করে থাকতে পারি? এসি বন্ধ করে জানালা খোলে প্রাকৃতিক বাতাস ও আলো উপভোগ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কিছুক্ষণ বন্ধ করে সরাসরি সামাজিক সম্পর্কে থাকা এবং এরূপ বহুবিধ ছোট ছোট বাস্তবসম্মত চ্যালেঞ্জসমূহ নিজেকে করতে পারি এবং এতে করে উপরিউক্ত শক্তিসমূহের সুরক্ষা প্রদান করা যায়।

সবুজ জীবনধারা গ্রহণ: আগামী প্রজন্মকে সুন্দর ও সবুজ পরিবেশ উপহার দিতে নিজের দৈনন্দিন জীবনে কিছু অভ্যাস অনুশীলন অব্যাহত রাখা যায় । যেমন- নিজ বসতবাটি, স্কুল-কলেজ, অফিস, হাসপাতাল-স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ধর্মপল্লী, ক্লাব ও সমিতি, ক্রেডিট ইউনিয়নের উপভোগ্য আঙ্গিনাটি বাগানে পরিণত করা এবং অনলাইন বা সরাসরি কর্মশালার মাধ্যমে পুনরুৎপাদনশীল কৃষি অর্থাৎ পরিবেশগত স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক সুফল ও সামাজিক সমতা অনুশীলন কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা যায়।

২) দরিদ্রদের আর্তনাদে সাড়াদান

সমাজকে ক্ষমতায়ন করতে অঙ্গীকার: সামাজিক অসমতা ও বৈষম্যের মূল কারণসমূহ মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ সমর্থন করা যায়। নিজের সময়, মেধা ও দক্ষতা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ ও টেকসই উদ্যোগ গ্রহণ করা ও পিছিয়ে থাকা সমাজের জনগণকে ক্ষমতায়ন করা যায়।

অব্যবহৃত সম্পদে সমাজ পুনরুজ্জীবিত: নিজের, স্কুলের, ধর্মপল্লীর, ক্রেডিট ইউনিয়নের, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের, কনভেন্টের ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত ভূমি বা জমি অথবা অন্যান্য সম্পদ ব্যবহার করা যায় এবং সমাজে পিছিয়ে থাকা ভাইবোনদের জন্য ব্যবহার করা যায়। নিজের উপার্জিত অবশিষ্ট অর্থ সঞ্চয় হিসেবে ক্রেডিট ইউনিয়নে জমা করতে পারি, অর্থাভাবে থাকা লোকজন ঋণ হিসেবে নিয়ে অর্থোপার্জনের খাত সৃষ্টি করতে পারে। সঞ্চয় করা, ঋণ গ্রহণ, উপার্জন করা এবং ঋণ ফেরত প্রদানটাও সিনোডভিত্তিক মণ্ডলী গড়ার একটি পন্থা।

৩) টেকসই জীবন-যাপন বেছে নেয়া

উদ্ভিদভিত্তিক খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ: খাদ্য তালিকায় মাংসের পরিমাণ কমানোর উপকারিতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিস্তর আলোচনা করে মাংস গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস করা যায়। খাদ্য তালিকায় শাক-সবজির তৈরি খাবার বৃদ্ধি করা যায়। নিজের সুস্থ স্বাস্থ্যের বিষয়টি ধারণায় নিয়ে নিয়মিত নিরামিষ দিন উদ্‌যাপন করা যায়।

এককালীন ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকপণ্য বর্জন: প্লাস্টিক ও স্টাইরোফোম যা কফিকাপ, খাদ্য প্যাকিং তৈরিতে ব্যবহৃত হয়- তা ব্যবহার হ্রাস করাটা একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। যত্রতত্র প্লাস্টিক, বোতলজাত পানি ও টিস্যু ব্যবহার হ্রাস করা যায় কারণ এতে স্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাস পাবে। এসবের বিপরীতে স্থানীয়ভাবে বিকল্প উপায় উদ্ভাবন করা যায় যা স্বাস্থ্য সুরক্ষার্থে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

৪) পবিবেশগত শিক্ষা বিস্তার

যুব-নেতৃত্ব: বাস্তুসংস্থান পুনর্নবীকরণে নেতৃত্ব দিতে তরুণ ও যুবকদের উৎসাহিত করা যায়। 'লাউদাতো সি মুভমেন্ট বাংলাদেশ'-এর মাধ্যমে অংশীজনদের উদ্যোগকে সমর্থন করা, পুরস্কৃত করা ও স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে তাদের প্রচেষ্টার প্রভূত মূল্য দেওয়া যায়।

শিক্ষণ-প্রশিক্ষণে বাস্তুশাস্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কাঠামোতে মানবাধিকার, জলবায়ু, ন্যায্যতা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক দায়দায়িত্ব প্রতিপালন নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা যায়। জলবায়ু পরিবর্তন ও 'লাউদাতো সি' পত্রটি বিভিন্ন দেশে বেশকিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গুরুত্ব দিয়েছে, আমাদের শিক্ষা পাঠ্যক্রমে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

৫) পরিবেশগত অর্থনীতি বিস্তার

স্থানীয় পণ্যসামগ্রী সমর্থন: স্থানীয় উৎপাদক ও ছোট ছোট কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া যায়। আঞ্চলিক অর্থনীতি ও পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব হ্রাস করতে ছোট ছোট বিক্রেতাদের সাথে সরাসরি বেচাকেনার সম্পর্ক সৃষ্টি করা যায়।

টেকসই উপায় বাছাই: পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও

টেকসই উৎস থেকে প্রাপ্ত উপকরণ দিয়ে তৈরি পণ্য বেছে নেওয়া যায়। এটি বর্জ্য নিষ্কাশন, কার্বন নিঃসরণ, সম্ভাব্য উপকরণ, কাঁচামাল, জ্বালানি-শক্তির ব্যবহার এবং বায়ু-জল দূষণ কমাতে পারে। নিজেদের এলাকায় এমন নীতি প্রচার ও প্রতিপালনের অভ্যাস অগ্রাধিকার হিসেবে গ্রহণে সাহায্য করতে পারেন।

৬) পবিবেশগত আধ্যাত্মিকতা

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: পরিবেশগত এবং সামাজিক উদ্যোগ সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জনগণের সাথে আলোচনার ব্যবস্থা করা যায়। একে অপরের কাছ থেকে আরো নতুন নতুন পথ-পন্থা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা যায় এবং এভাবে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

আধ্যাত্মিক অনুশীলন: দলীয় প্রার্থনা, সহভাগিতা, বিশ্রামবার উদ্‌যাপন, নির্জনধ্যান ও বিশেষ খ্রিস্টযাগ আয়োজনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনে 'লাউদাতো সি'র মূলভাবগুলো অন্তর্ভুক্ত করা যায় যা স্থানীয় ঐতিহ্য ও পরিবেশগত উদ্যোগ গ্রহণের আগ্রহ বৃদ্ধি করবে।

৭) সমাজকে সম্পৃক্তকরণ ও ক্ষমতায়ন

প্রকৃতি-পরিবেশ বিষয়ক অ্যাডভোকেসি: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে চিত্রাঙ্কন, পত্রিকা, লেখনী, সংবাদ পত্র ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সকলকে অবহিত করা। 'ক্ষুদ্র পরিবেশবান্ধব সমাজ' গঠন ক'রে 'আমরা সবুজ, আমরা সুন্দর' থাকতে বহুবিধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়।

গণমঙ্গল নীতিমালা তৈরি: সঠিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। স্থানীয় টেকসই পরিবর্তনের প্রত্যাশায় সুনির্দিষ্ট, পরিকল্পনা গ্রহণ, সমমনা অংশীজন ও বৃহত্তর সমাজের সাথে সংযুক্ত হতে হবে।

পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন- তবুও, প্রতিটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও বৈশ্বিক তাপমাত্রায় দশমাংশের এক ডিগ্রি বৃদ্ধি এড়ানোটা অনেক মানুষের কিছু দুর্ভোগ কমাতে যথেষ্ট সহায়ক হবে। তিনি আরো বলেছেন- সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ব্যতীত কোনো স্থায়ী পরিবর্তন সম্ভব নয়, আবার ব্যক্তিগত পরিবর্তন ছাড়া কোনো স্থায়ী সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আসে না (লাউদাতো দেউম - ৭০)। ল্যাটিন আমেরিকার বিশপীয় সম্মিলনীর সভাপতি এবং ভাটিকানের বিশপদের জন্য ডিকাস্ট্রির প্রিফেক্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে পরিবেশগত সংকটের অভিজ্ঞতার আলোকে ধর্মগুরু পোপ লিও চতুর্দশ বলেছেন- "কথা থেকে কাজে" নামার সময় এখনই। আসুন, তারপরও বুঝতে চেষ্টা করি, যদিও পরিমানগত দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয় আমাদের উদ্যোগসমূহ এখনই উল্লেখযোগ্য প্রভাব তৈরি করছে না তবুও সমাজের গভীরতর রূপান্তরশীল প্রক্রিয়া আনয়নে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করছে *(লাউদাতো দেউম - ৭১)*।

স্মৃতির ভিতর পবিত্রতা ॥ পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ

জ্যাষ্টিন গোমেজ

যেদিন শুনলাম পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস আমাদের মাঝে আর নেই, মনে হলো চারপাশটা এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতায় ঢেকে গেল। কেননা তিনি শুধু একজন ধর্মীয় নেতা ছিলেন না, আমার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের সাক্ষী ছিলেন। এই পুন্যজন একদিন আমার চোখে চোখ রেখেছিলেন, আমার হাতে হাত দিয়েছিলেন, তিনি আজ পৃথিবী ছেড়ে চিরতরে চলে গেছেন। খবরটা কানে আসতেই মনে হলো, যেন নিজের একজনকে হারিয়েছি। তিনি একজন আত্মিক পিতা, এক শান্তির দূত।

আমার স্মৃতির পাতায় ফিরে যেতে হয় ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। ৩০ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন দিনের জন্য বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন পোপ ফ্রান্সিস। তখন আমার সৌভাগ্য হয় তাকে সরাসরি দেখার। আমি সুযোগ পাই ঢাকার রমনা ক্যাথেড্রালে, যেখানে তিনি "Interreligious and Ecumenical Meeting for Peace" অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। আমরা একদল তরুণ দাঁড়িয়েছিলাম তার রাস্তায়, যেখানে পোপ হেঁটে যাবেন। সেদিন যা ঘটল, তা ছিল কল্পনারও অতীত।

তিনি আমাদের সামনে এসে থেমে গেলেন। আমরা অবাক। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তার চোখে সরলতা, হাসিতে মানবতা। প্রথমে আমাদের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। তারপর তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন "তোমরা কি বাস্কেটবল খেলো?"

আমরা হতভম্ব, একটু হাসলাম, মাথা নাড়লাম, আর বললাম হ্যাঁ আমরা প্রতিদিন বাস্কেটবল খেলি। ওই মুহূর্তটাতে সেই সময়কার ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গোমেজ আমাদের জন্য পোপের ইতালিয়ান ভাষা অনুবাদ করছিলেন। পোপ বললেন তিনিও একসময় বাস্কেটবল খেলতেন।

কী আশ্চর্য আন্তরিকতা! কী অদ্ভুত সরল একটা প্রশ্ন, অথচ তার ভেতরে লুকিয়ে আছে এক গভীর মানবিক ছোঁয়া।

এরপর, তিনি ধীরে ধীরে তার হাত বাড়ালেন আমাদের দিকে।

আমি আজও মনে করতে পারি সেই মুহূর্তটি। আমার হৃদয় যেন থেমে গিয়েছিল। আমি তার হাত ছুঁয়েছিলাম। খুব অল্প সময়ের জন্য, কিন্তু সেই স্পর্শ যেন আমাকে এক অন্য জগতের অনুভব এনে দিয়েছিল। আমি সেই স্পর্শে একধরনের পবিত্রতা অনুভব করেছিলাম, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পোপ আমাদের সাথে ছিলেন সর্বোচ্চ চার মিনিট। কিন্তু সেই চার মিনিট আমার জীবনে যেন চিরস্থায়ী হয়ে গেল। আজও চোখ বন্ধ করলেই আমি সেই মুহূর্ত দেখতে পাই। পোপ ফ্রান্সিসের মুখ, তার কোমল চোখ, তার আন্তরিক হাসি, তার স্পর্শ, সব এখনো স্পষ্ট। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সত্যিকারের পবিত্রতা কাকে বলে।

মাত্র চার মিনিটের মধ্যে তিনি আমাকে এমন কিছু শিখিয়েছিলেন, যা কোনো পাঠ্যবই, কোনো ধর্মীয় বক্তৃতা আমাকে শেখাতে পারেনি। তিনি শিখিয়েছিলেন পবিত্রতা মানে কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়। বরং সেটা লুকিয়ে থাকে সরলতায়, ভালোবাসায়, একটুখানি সময় দেওয়ায়, মানুষের চোখে চোখ রাখায়। তিনি থেমে গিয়েছিলেন আমাদের সামনে। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন বাস্কেটবল খেলার কথা। তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই ছোট ছোট কাজগুলোই তো প্রকৃত ভালোবাসার নিদর্শন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের সেই দিনটার পর থেকে, আমি বারবার সেই অনুভব মনে করি। যখন কোনো কঠিন সময় আসে, আমি চোখ বন্ধ করি আর ভাবি তাঁর সেই পবিত্র ছোঁয়ার কথা। মনে হয়, তিনি যেন বলছেন "ভালোবাসো, বিনয়ী হও, মানুষের পাশে দাঁড়াও।"

এই লেখাটির শব্দগুলো কখনোই যথেষ্ট হবে না। কারণ যিনি ছিলেন সারা বিশ্বের পিতা, তিনি আমার জীবনের এক পবিত্র অধ্যায় হয়ে আছেন। পোপ ফ্রান্সিস, আপনি চিরকাল আমার স্মৃতিতে থাকবেন। আমি ধন্য যে আপনাকে দেখেছি, আপনাকে ছুঁতে পেরেছি, আপনার হাসির সাক্ষী হতে পেরেছি। আপনার মৃত্যুতে চোখে জল এলেও হৃদয়ে আছে এক গভীর কৃতজ্ঞতা। আপনি ছিলেন শান্তির দূত। আপনি ছিলেন এক সত্যিকারের খ্রিস্টান। আপনি ছিলেন একজন মানুষ, যিনি আমাদের শিখিয়েছেন, কীভাবে মানুষ হওয়া যায়।

ছোটদের আসর

পোপ ফ্রান্সিস ও শিশুরা : ভালোবাসার এক নিঃশব্দ ভাষা

রোম শহরে এক ছোট্ট ছেলে থাকত, নাম তার রিচার্ড। বয়স মাত্র আট বছর। রিচার্ডের চোখে একটাই স্বপ্ন একদিন সে পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করবে। সে শুনেছে, পোপ নাকি শিশুদের খুব ভালোবাসেন, তাদের কথা শোনেন, তাদের কোলে তুলে নেন, এমনকি তাদের সঙ্গে খেলাও করেন। রিচার্ড প্রতিদিন তার মা-বাবার কাছে আবদার করত, "মা, আমি পোপের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি তাকে আমার কথা বলব।"

অবশেষে সেই দিন এল। পোপ ফ্রান্সিস ভাটিকানে এক জনসভায় ভাষণ দিতে এসেছেন। হাজার হাজার মানুষ ভিড় করেছে তাঁকে এক নজর দেখার জন্য। রিচার্ডও এসেছে, বাবার কাঁধে চড়ে পোপকে দেখতে।

হঠাৎ করে জনতার ভিড় চিরে এক ছোট্ট মেয়ে দৌড়ে পোপের দিকে এগিয়ে গেল। নিরাপত্তা রক্ষীরা থামাতে চাইলে পোপ হাত তুলে ইশারা করলেন, "না, ওকে আসতে দাও।" মেয়েটি এসে পোপের ক্যাসাক আঁকড়ে ধরল। পোপ তাকে কোলে তুলে নিলেন, কপালে চুমু খেলেন। মেয়েটির চোখে জল, কিন্তু মুখে এক অনাবিল হাসি। পরে জানা গেল, সে একজন অভিবাসী পরিবারের মেয়ে, যার পরিবার দেশে ফিরতে ভয় পাচ্ছে। পোপ বললেন,

"এই শিশুর মুখে আমি হাজারো নিরীহ শিশুর মুখ দেখি। আমাদের দায়িত্ব, এদের রক্ষা করা।"

রিচার্ড মুগ্ধ হয়ে সব দেখছিল। তখনই আরও একটি ঘটনা ঘটে। একটি অসুস্থ শিশু, মাথা ন্যাড়া, শরীর ক্লান্ত পোপের সামনে আনা হয়। পোপ নিঃশব্দে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করলেন। তারপর শিশুটির বাবাকে জড়িয়ে বললেন,

"তোমার সন্তান ঈশ্বরের আশীর্বাদ। ওর জন্য আমি প্রার্থনা করব।"

রিচার্ডের হৃদয় কাঁপছিল। সে বুঝে গেল, পোপ শুধু একজন ধর্মগুরু নন, তিনি একজন দাদুও, যিনি শিশুদের সত্যিকার অর্থেই ভালোবাসেন।

তখনই মঞ্চের সামনে এক ছোট ছেলে উঠে আসে, কিছু না বলেই পোপকে জড়িয়ে ধরে। পোপ হাসলেন, ছেলেটিকে কোলে বসালেন। কেউ ছেলেটিকে সরিয়ে নিতে চাইলে তিনি বললেন,

"না, ওকে থাকতে দাও। ও আমার অতিথি।"

ছেলেটি নির্বিচারে মঞ্চে ঘুরে বেড়াল, পোপ হাসিমুখে বক্তৃতা চালিয়ে গেলেন। পুরো জনতা করতালিতে ভরে উঠল।

পোপ সেই বক্তৃতায় বলেন,

"একটি শিশুর কান্নায় যদি তোমার হৃদয় না নাড়ে, তবে তুমি মানুষ নও। শিশুরা ঈশ্বরের সবচেয়ে পবিত্র সৃষ্টি। তাদের ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও আনন্দ দেওয়া আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।"

সেদিনের সেই অভিজ্ঞতা রিচার্ডের জীবনে এক চিরস্মরণীয় দিন হয়ে থাকল। সে বাড়ি ফিরে এসে একটি চিঠি লিখল পোপকে:

"প্রিয় পোপ দাদু, আমি আপনাকে ভালোবাসি। আপনি আমাকে শিখিয়েছেন, ভালোবাসা কোনো শব্দ নয়, ভালোবাসা একটি স্পর্শ, একটি হাসি, একটি প্রার্থনা। আমি বড় হয়ে আপনার মতো হব। যিনি শিশুদের ভালোবাসেন।"

এই গল্পের প্রতিটি ঘটনা বাস্তব থেকে নেওয়া। পোপ ফ্রান্সিসের হৃদয়ের কোমলতা, শিশুদের প্রতি তাঁর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও মানবতা আমাদের সকলের জন্য এক মহান অনুপ্রেরণা।

- প্রতিবেশী ডেস্ক

মা
বিপুল সরেন

মা কথাটি ছোট হলেও, বিশাল এর মানে,
মাকে যারা ভালোবাসে, তারাই শুধু জানে
জন্মের পরে প্রথম শেখা "মা"ডাকটি
মা-ই হলো প্রথম শিক্ষক
মাকে যারা ভালোবাসে, এই ধরিত্রীর
কতভাবে মাকে ডাকি
Mother, mom, my mom
প্রতিদানে ভালোবাসা, পাই কি আমরা কম?
মা সবার চোখের মণি, ডাকে লক্ষ্মী সোনা
তারই কাছে প্রথম শিখি, সত্য পথে চলা।
শোকে দুঃখে পাই যে মাকে, মমতাময়ী রূপে
ধন্য হবে জীবন জানি, তার নামেতে সঁপে।
কথায় বলে মায়ের ঋণ, যায় না করা শোধ
কষ্ট হলেও সত্য এটাই, জাগুক বিবেকবোধ।
মা থাকতেই করিও যত্ন, মায়ের মানিক রতন
মায়ের মত পৃথিবীতে ভাই, নেই তো কেউই আপন।
মা হারা ছেলে আর, বউ হারা স্বামী
তারাই বোঝে মায়ের মূল্য, মা যে কত দামী।
আসুন সবাই নিজের নিজের, মাকে ভালোবাসি
মায়ের ভালোবাসা পেয়ে, সুখের হাসি হাসি।

শান্তির দূত পোপ ফ্রান্সিস
তার্সিসিউস গমেজ

আলোর দিশারী, বিশ্বমণ্ডলীর এক উজ্জ্বল
নক্ষত্রের পতন
সকাল ৭:৩৫ মিনিটে, স্বর্গীয় পিতার চরণে
আত্মনিবেদন
শান্তির দূত, মানবতার রাজ, অমৃত লোকে,
বিরাজিত অনুক্ষণ।

১৩ মার্চ ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ নির্বাচিত হন
২৬৬তম পোপ
আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের নাম ধারণে হয়
অনুরূপ
সাদামাঠা জীবনে খুবই সাধারণ মানুষ
শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বমাঝে, যুদ্ধ বিগ্রহে তিনিই
অগ্রদূত।

বিশ্বশান্তি প্রকৃতির যত্ন, জলবায়ু-আবহাওয়া
পরিবর্তনে এক অনন্য অগ্র সৈনিক তিনি
বৃক্ষ রোপন অভিযান সফল তার বাণী
লাউদাতো সি- সকলেই ভাইবোন মধুর সুর শুনি।

ঈশ্বরের সীমাহীন দয়া, ক্ষমা ও ভালোবাসা
God's Unconditional Love, Mercy, Forgiveness
জগতের কাছে তুলে ধরে, করেছেন খোলাসা
দুর্বল অসহায় গরীব, অবহেলিতের প্রতি ছিল
অগাধ ভালোবাসা।
পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের মহাপ্রয়াণে
বিশ্ববাসী স্তব্ধ, মর্মাহত, শূণ্যতার আর্তনাদে শ্রান্ত
যুদ্ধ বিগ্রহে অশান্ত বিশ্ব, তাদের তিনি করেছেন ক্ষান্ত।
করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে,
ছিলেন তিনি প্রার্থনারত।
অভিবাসীদের তিনি করেছেন, আপন মহীমায় যতন।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতিশীল
ভিন্ন দেশে আশ্রয় প্রার্থীদের দরদ প্রীতি সংহতি
কারাবন্দিদের প্রতি আন্তরিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন।

পুণ্যপিতা পোপ ২য় জন পল (১৯২০-২০০৫)
পুণ্যপিতা ষোড়শ বেনিডিক্ট (১৯২৭-২০২২)
পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস (১৯৩৬-২০২৫)
এক বিংশ শতকের কাথলিক মণ্ডলীর
স্মরণীয় পোপত্রয়ী।
এক যুগ ১২ বছরে দেখেছেন তিনি,
জগতে কী প্রয়োজন।
পবিত্রাত্মার আলোকে বিচক্ষণ মানুষ তিনি একজন।
পোপ মহোদয়ের পালকীয় পত্র LAUDATO Si
এবং ফ্রাতেল্লী তুত্তির আজ মহা সন্ধিক্ষণ।

শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে
মহা সমারোহে পালকীয় সফরে আসেন বাংলাদেশে
রোহিঙ্গা স্মরণার্থীদের, অধিক ভালোবেসে
সহভাগিতায় জড়ান প্রেমপ্রীতি পরশে।

জুবিলী বর্ষ ২০২৫- আশার তীর্থযাত্রী
জয়ন্তী বরষে, মনের হরষে,
পুণ্যপিতার আশীষে
আধ্যাত্মিকভাবে আমরাও সহযাত্রী
ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদনে পুণ্যপিতার চরণে
জানাই প্রণতি ॥

২১ এপ্রিল ২০২৫ পোপ ফ্রান্সিসের মহাপ্রয়াণে

ঢাকায় পোপ ফ্রান্সিসের স্মরণে আন্তঃমাণ্ডলিক প্রার্থনা ও সহভাগিতা

সুমন কোড়াইয়াঃ ১৫ মে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের স্মরণে আন্তঃমাণ্ডলিক প্রার্থনা ও সহভাগিতা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার আর্চবিশপস হাউজে। ঢাকা কাথলিক মহাধর্মপ্রদেশের সংলাপ কমিশনের আয়োজনে এই অনুষ্ঠানে ৮২ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন, যাদের বেশির ভাগই প্রটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীর সদস্য। অনুষ্ঠানসূচিতে ছিল পোপ ফ্রান্সিসের আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা, তাঁর জীবন সহভাগিতা, স্মরণ অনুষ্ঠান। এছাড়া কাথলিক ও প্রটেস্টান্ট ধর্মগুরুগণ সম্মিলিতভাবে প্রদীপ প্রজ্বালন করেন ও পোপ ফ্রান্সিসের প্রতিকৃতিতে মাল্য প্রদান করেন।

এনসিসিবি সভাপতি খ্রিষ্টফার অধিকারী বলেন, 'পোপ ফ্রান্সিসকে আমার কাছে জীবন্ত সুসমাচার মনে হতো। তিনি সুসমাচারের সাক্ষ্য বহনকারী ছিলেন। এনসিসিবি বাংলাদেশে সবচেয়ে বড়ো প্রটেস্টান্ট ডিনমিনেশন।' চার্চ অব বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত বিশপ পল শিশির সরকার পোপ ফ্রান্সিসের প্রশংসা করে বলেন, পোপ ফ্রান্সিসের কথাবার্তা আমাকে অনেক বেশি প্রভাবিত করেছে। তাঁর সহজ সরল জীবন যাপন আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি মনে করি ঈশ্বর পোপ ফ্রান্সিসকে আমাদের এক বিশেষ উপহার হিসেবে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।'

এনসিএফবি'র সেক্রেটারি জেনারেল রেভা. মার্থা দাস অনুষ্ঠানে উল্লেখ করেন পোপ ফ্রান্সিস বাংলাদেশের খুব সাধারণ মানুষের মনেও দাগ কেটেছেন। আমি বিশ্বাস করি তিনি ঈশ্বরের সাথে স্বর্গে রয়েছেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য প্রদান করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, ঢাকার সহকারী বিশপ সুব্রত বি. গমেজ এবং ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই। আর্চবিশপ বিজয় অনুষ্ঠানে আগত সকলকে কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, "আন্তঃমাণ্ডলীক প্রার্থনা ও স্মরণ সভায় পোপ ফ্রান্সিসকে নিয়ে প্রটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীর পালক ও নেতৃবৃন্দের ইতিবাচক কথা ও সমর্থন সত্যি প্রমাণ করে পোপ ফ্রান্সিস ছিলেন যিশুর শিষ্য সাধু পিতরের যোগ্য উত্তরসূরি।" অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে নতুন পোপ চতুর্দশ লিওকে অভিনন্দন জানান ও তাঁর জন্য শুভ কামনা করেন।

গোল্লা ধর্মপল্লীতে ডিকন অভিষেক অনুষ্ঠান

ফাদার রিগ্যান পিউস কস্তাঃ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ কর্তৃক বিগত ২৫ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার গোল্লা ধর্মপল্লীতে ডিকন পদপ্রার্থী অমিত খ্রিষ্টফার গমেজ - এর ডিকন অভিষেক অনুষ্ঠান করা হয়। ডিকন অমিত খ্রিষ্টফার গমেজ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে পালকীয় অভিজ্ঞতার জন্য গোল্লা ধর্মপল্লীতে সেবারত ছিলেন। এই দীর্ঘদিন সেবার মধ্য দিয়ে তিনি ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রবিবার, ডিকনপদপ্রার্থী হিসেবে মনোনীত হন। অভিষেকের পূর্ব দিন বিকালে ডিকনপদপ্রার্থী অমিত গমেজ-এর মঙ্গল কামনায় মঙ্গলানুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। শুরুতেই পবিত্র আরাধনা করা হয়, আরাধনার পর ডিকনপদপ্রার্থীর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনসহ গোল্লা ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্ত ও আঠারোগ্রাম অঞ্চলের যাজকদের উপস্থিতিতে শহীদ ফাদার ইভান্স হলে মঙ্গলানুষ্ঠান করা হয়। অভিষেক খ্রিস্টযাগ সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয় যেখানে দুইজন বিশপ, ২০ জন যাজক, ব্রাদার, সিস্টার, ডিকন পদপ্রার্থীর আত্মীয়-স্বজনসহ বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। গোল্লা ধর্মপল্লীতে প্রথমবারের মত এই ডিকন অভিষেক অনুষ্ঠান হয় যা অত্যন্ত প্রার্থনাপূর্ণ ও ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টযাগের পরপরই নব অভিষিক্ত ডিকন অমিত খ্রিষ্টফার গমেজকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন তথা সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অতঃপর সকল অংশগ্রহণকারীর জন্য টিফিন ও নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে আনন্দ সহভাগিতা করা হয়।

জিরানীতে শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব, শ্রমিক দিবস ও শ্রমজীবীদের নিয়ে জুবিলী পালন

ফাদার রাসেল আন্তনী রিবেরুঃ বিগত ১ মে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের গা.মা.সা. পালকীয় অঞ্চলের যীশু কর্মী কেন্দ্র, জিরানীতে মহাসমারোহে শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব, শ্রমিক দিবস ও জুবিলী বর্ষকে উপলক্ষ্য ক'রে শ্রমজীবীদের নিয়ে জুবিলী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই। এছাড়াও ৬ জন যাজক, সিস্টারগণ এবং প্রায় ৩৫০ জন খ্রিস্টভক্ত। অনুষ্ঠানের শুরুতে সকাল ৯.৪৫ ঘটিকায় সান্তালী কৃষ্টি অনুযায়ী পা ধোয়ানোর মধ্য দিয়ে আর্চবিশপ মহোদয় এবং অন্যান্য যাজকদের বরণ করা হয় এবং নৃত্যের মধ্য দিয়ে সকলকে স্বাগতম ও শুভেচ্ছা জানানো হয়। এরপর জাতীয় সঙ্গীত এর মধ্যদিয়ে আর্চবিশপ মহোদয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর সকলে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রার্থনার পর প্রতিপালক শ্রমিক সাধু যোসেফের মূর্তির সামনে এসে সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ও আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।

এরপর মান্দি নৃত্য সহযোগে সকলে লাইন করে মিশন চত্বরে যান এবং সেখানে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন আর্চবিশপ মহোদয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ মহোদয় আদর্শ শ্রমিক হিসেবে সাধু যোসেফের বিভিন্ন গুণাবলী ও আদর্শ তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি শ্রমজীবী ভাইবোনদের অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। খ্রিস্টযাগের পরে শ্রমজীবী ভাইবোনেরা আর্চবিশপ মহোদয়ের সাথে এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। আলোচনা সভার পর দুপুর ১.৩০ ঘটিকায় সবাই একত্রে প্রীতি ভোজে অংশগ্রহণ করেন। বিকাল ৩টায় সকলে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আনন্দচিত্তে অংশগ্রহণ করেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ হলে যীশু কর্মী কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার জন পাওলো পিমে সারাদিন ব্যাপী সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উদ্বোধন করা হলো ঢাকা ক্রেডিটের সেবাকাল-২০২৫

ডিসিনিউজ: আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হলো দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা (ঢাকা ক্রেডিট)-এর সেবাকাল-২০২৫।

৫ মে, ঢাকা ক্রেডিটের প্রধান কার্যালয়সহ সকল সেবাকেন্দ্রে একযোগে এই সেবাকাল উদ্বোধন করা হয়। শুধু নাগরী ও তুমিলিয়া সেবাকেন্দ্রের কার্যদিবস বন্ধ থাকায় সেবাকাল উদ্বোধন করা হয়নি। ৫-৩১ মে, পর্যন্ত এই সেবাকাল চলবে।

ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়ার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও, ঢাকা ক্রেডিটের ট্রেজারার সুকুমার লিনুস ক্রুশ, বোর্ড অব ডিরেক্টর মনিকা গমেজ, প্রধান নির্বাহী অফিসার জোনাস গমেজসহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং ঢাকা ক্রেডিট কর্মীবৃন্দ।

উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রেসিডেন্ট কোড়াইয়া বলেন, 'সেবাকালের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের আরো বেশি করে ভাবতে হবে। তাই সেবাকাল আমাদের স্বার্থক করে তুলতে হবে।'

এছাড়াও সেবাকাল উদ্বোধনকালে বক্তব্য রাখেন নির্মল রোজারিও ভাইস-প্রেসিডেন্ট পাপড়ী দেবী আরেং, সেক্রেটারি মাইকেল জন গমেজ, ট্রেজারার সুকুমার লিনুস ক্রুশ, প্রধান নির্বাহী অফিসার জোনাস গমেজ এবং আরও অনেকে।

এ দিন অতিথিবৃন্দরা ফিতা কেটে সেবাকালের শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের শেষে বোর্ড অব ডিরেক্টর মনিকা গমেজ ধন্যবাদ জানিয়ে সেবাকালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিও স্বপন রোজারিও।

সুরশুনিপাড়া ধর্মপল্লীর সংবাদ

জাতীয় যুব ক্রুশের প্রতি ভক্তি নিবেদন

গত ২৩ এপ্রিল থেকে ৪ মে ২০২৫ পর্যন্ত সুরশুনিপাড়া ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রামের খ্রিস্টভক্তগণ জাতীয় যুব ক্রুশের প্রতি ভক্তি নিবেদন করেন এবং তাদের বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। ২৩ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে মহাসমারোহে নবাই বটতলা ধর্মপল্লী হতে সুরশুনিপাড়া ধর্মপল্লী চত্বরে এই ক্রুশ নিয়ে আসা হয় এবং স্থানীয় মাহালী ও সান্তালী কৃষ্টি অনুসারে ক্রুশটি গ্রহণ ও বরণ করে নেয়া হয়। আয়োজন করা হয় ক্রুশের প্রতি ভক্তি ও যিশু প্রকাশের জন্য এক বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠান। এতে অংশগ্রহণ করেন ধর্মপল্লীর ফাদার-সিস্টারগণ এবং প্রায় ৪৬ জন যুবক-যুবতি ও ২২৫ জন খ্রিস্টভক্ত। পরের দিন থেকে এই ক্রুশ ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রামে পালাক্রমে নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রতি গ্রামের খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ এই ক্রুশ শ্রদ্ধাসহ নিজেদের কৃষ্টি অনুসারে গ্রহণ ও বরণ করে তা স্থানীয় গীর্জিকায় প্রতিষ্ঠা করে ভক্তিমূলক প্রার্থনানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

প্রাক্ বিবাহ গঠন-প্রশিক্ষণ

গত ৩০ এপ্রিল থেকে ০৩ মে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রামের মোট ১৭ জন যুবক-যুবতী প্রাক্ বিবাহ গঠন-প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে পাল-পুরোহিত ফাদার প্রদীপ যোসেফ কস্তা বলেন: প্রাক্ বিবাহ গঠন-প্রশিক্ষণ বিবাহ সাক্রামেন্ত গ্রহণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই আন্তরিকতা নিয়েই সবাইকে এতে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৪ দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণে পবিত্র বাইবেল, মাণ্ডলিক ঐতিহ্য ও আইন অনুসারে বিবাহ সাক্রামেন্ত, সুষ্ঠু মনোনয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আদর্শ পারিবারিক জীবন, প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা, পারিবারিক অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের উপরে অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণকারীদের গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

দম্পতি সেমিনার

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় পরিবার জীবন কমিশনের পরিচালনায় গত ৮ মে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রামের প্রার্থনা পরিচালক দম্পতিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ দম্পতি সেমিনার। সর্বমোট ২৩ জোড়া দম্পতি এতে অংশগ্রহণ করেন।

অংশগ্রহণকারী দম্পত্তিদের জীবন সহাভাগিতা শুনে ফাদার পল পিটার কস্তা তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন: নিজ নিজ গ্রামে রবিবাসরীয় উপাসনা পরিচালনার জন্য স্বয়ং ঈশ্বরই আপনাদের বেঁছে নিয়েছেন। তাই এই কাজে বিশ্বস্ত থেকে আপনারা ঐশ অনুগ্রহে ধন্য হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। উন্মুক্ত আলোচনা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে উক্ত সেমিনারের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পালকীয় পরিষদের সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে আশার তীর্থযাত্রা ২০২৫

গত ০৯ মে ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদের সম্মানিত সদস্য-সদস্যা ও প্রার্থনা পরিচালকগণ আশার তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণ

করেন। এটি পরিচালনা করেন পাল-পুরোহিত ফাদার প্রদীপ যোসেফ কস্তা। এতে মোট ৫৬ জন অংশগ্রহণ করেন। তারা রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণ ভিকারিয়ার নাটোর, গুল্টা, মথুরাপুর, বোর্ণী, গোপালপুর ও বনপাড়া ধর্মপল্লীতে গমন করেন এবং প্রতিটি ধর্মপল্লী চত্বরে অবস্থিত গির্জায় প্রবেশ করে প্রার্থনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

(সংবাদ প্রেরণে: ফাদার উত্তম রোজারিও)

হাউজিং সোসাইটির কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দের বার্ষিক "রিট্রিট-২০২৫" অনুষ্ঠিত

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সকল কর্মীবৃন্দ ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক "রিট্রিট-২০২৫"।

"সাফল্যের পথে আরো একধাপ এগিয়ে হাউজিং সোসাইটি..." এই মূলমন্ত্রের আলোকে হাউজিং সোসাইটির কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দদের এই মিলনমেলা ১ ও ২ মে কক্সবাজারের স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দ এবং তাদের পরিবার পরিজনদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কোন্নয়ন, শেয়ারিং ও প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগের মধ্য দিয়ে দু'দিন অতিবাহিত করেন।

অনুষ্ঠানের কর্মসূচি অনুযায়ী ২ মে, বিকাল ৫ টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন কক্সবাজার মিশন সেন্টার ও উখিয়া এলাকায় কর্মরত ফাদার যেরোম ডি'রোজারিও। খ্রিস্টযাগ পরবর্তী হাউজিং সোসাইটির ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে কর্মীদের দিকনির্দেশনামূলক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভাটি হাউজিং সোসাইটির চেয়ারম্যান মি. আগস্টিন প্রতাপ গমেজ-এর সভাপতিত্বে সেক্রেটারি মি. পেপিলন হেনরী পিউরীফিকেশনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালবের চেয়ারম্যান ও হাউজিং সোসাইটির সাবেক চেয়ারম্যান মি. আগস্টিন পিউরীফিকেশন। আরও উপস্থিত ছিলেন হাউজিং সোসাইটির সকল কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সম্মানিত শুভাকাঙ্ক্ষীবৃন্দ ও সোসাইটির দুই শতাধিক অফিস কর্মীবৃন্দ।

পরে সোসাইটির ভাইস-চেয়ারম্যান মি. ডিউক পি. রোজারিও সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানের শেষভাগে সোসাইটির কর্মকর্তা-কর্মী ও কর্মীদের পরিবারের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় লটারী ড্র ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

নরওয়ে ওয়ার্ক পারমিট ভিসা

- **নরওয়ের ওয়ার্ক পারমিট ভিসার সীমিত সংখ্যক সুযোগ আছে।**
- **সময় লাগবেঃ মাত্র ৪ মাস।**
- **নরওয়ে থেকেই E-Visa হয়ে আসবে।**

Visit Visa:
USA/Canada/Australia/Japan

India Visa:
Medical Visa & Double Entry Visa

একই সাথে-USA/Canada/UK/Australia/New Zealand/S.Korea/Austria/Italy /Norway/ Denmark/Sweden/Finland/Malta-তে ভর্তি ও ভিসা প্রসেসিং চলছে।

গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমী
(আপনার স্বপ্ন পূরণের একান্ত সহযোগী)

আগ্রহী প্রার্থীগণ আজই যোগাযোগ করুন :
+8801901-519721
+8801901-519722
+8801827-945246

ঠিকানাঃ গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমি, বাড়ি # ১১ (৩য় তলা), রোড # ২/ই, ব্লক-জে, বারিধারা, ঢাকা-১২১২, (আমেরিকান দূতাবাসের পূর্বপাশে, বাঁশতলা বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

প্রয়োজনে আমরা ব্যাংকিং ও স্পন্সরশিপ সহযোগিতা দিয়ে থাকি।

আমরা একমাত্র খ্রিস্টান মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিগত 22 বছর যাবৎ দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছি।

@globalvillageacademybd
WWW.globalvillagebd.com
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/১০৬/২৫

কারিতাস বাংলাদেশ

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট
২ আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭
৬ মাস/ ১ বছর / ২ বছর মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ এর অধীনে পরিচালিত কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্টের আওতায় চলমান রিজিয়নাল টেকনিক্যাল স্কুল (আরটিএস), বয়রা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, (বিটিটিআই) খুলনা, ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার (ভিটিসি), নলুয়াকুড়ি টেকনিক্যাল স্কুল (এনটিএস) এবং কমিউনিটি বেইজড মোবাইল টেকনিক্যাল ট্রেনিং প্রজেক্ট (সিবি-এমটিটিপি) এর মাধ্যমে ৬ মাস/ ১ বছর / ২ বছর মেয়াদী বিভিন্ন ট্রেডে আগামী ৩০ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হবে। এই প্রশিক্ষণগুলো **আগামী জুলাই ০১, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ হতে শুরু হবে**। এ প্রেক্ষিতে নিম্নে বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীদের জরুরীভিত্তিতে ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১। প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা: ক) বয়স: ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৬ হতে ২৫ (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/ বিধবা/ তালাকপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য), খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫ম শ্রেণি হতে এসএসসি পর্যন্ত (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/ বিধবা/ তালাকপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য), বয়রা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, খুলনা এর প্রশিক্ষণার্থীদের অষ্টম শ্রেণি থেকে এসএসসি পাশ, গ) বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত (নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়), ঘ) পারিবারিক অবস্থা: অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের যুবক/যুব নারী, ঙ) পারিবারিক মাসিক আয় সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা, চ) অগ্রাধিকার: কারিতাস সহযোগী দলের পরিবারের সদস্য/ পোষ্য, আদিবাসী/ উপজাতি, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, প্রতিবন্ধী, গরীব-ভূমিহীন দরিদ্র ছেলেমেয়ে।

২। বাছাই পদ্ধতি: লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা হবে।

৩। প্রশিক্ষণ ও ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য

বিবরণ	আরটিএস/ বিটিটিআই/ ভিটিসি প্রজেক্ট	সিবি-এমটিটিপি/ এনটিএস প্রজেক্ট
যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়	(ক) অটো মেকানিক/ অটোমোবাইল (খ) ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স/ ইলেকট্রিক্যাল (গ) ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন (ঘ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশন (ঙ) মেশিনশপ প্রাকটিস (চ) কনজিউম্যার ইলেকট্রনিক্স (ছ) সুইং মেশিন অপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্স/ টেইলারিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং/ টেইলারিং এন্ড গার্মেন্টস মেশিন অপারেশন।	(ক) অটো মেকানিক (খ) টেইলারিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং
মেয়াদ কাল	৬ মাস/ ১ বছর / ২ বছর (সেমিস্টার পদ্ধতি)	৬ মাস/ ৩ মাস
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	(ক) প্রথম সেমিস্টার (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) (খ) দ্বিতীয় সেমিস্টার (তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক ও অন জব ট্রেনিং)	তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক
আবাসন সম্পর্কিত	আবাসিক সুবিধা রয়েছে	আবাসিক সুবিধা নেই।
ভর্তি ফি	সর্বনিম্ন ২০০/- টাকা (অঞ্চল ভেদে কম বেশি হতে পারে)	২৫০/- টাকা
মাসিক টিউশন ফি	সর্বনিম্ন ১,০০০/- টাকা (অঞ্চল অনুসারে কম বেশী হতে পারে)।	১৭৫/- টাকা (অঞ্চল ভেদে কম বেশী হতে পারে)।

বিঃদ্রঃ ভর্তির ক্ষেত্রে সকল ট্রেডে ছেলে-মেয়ে এবং নারীদের জন্য উন্মুক্ত।

৪। সাধারণ তথ্যাবলী: (ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ স্বহস্তে লিখিত দরখাস্ত জমা দিতে হবে; (খ) ২ কপি সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (গ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের কপি; (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদপত্রের কপি; (ঙ) আরটিএস/ বিটিটিআই/ভিটিসি এর নিয়মিত কোর্সে (৬ মাস ও ১/২ বছর) ভর্তির সময় অবশ্যই রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক শারীরিকভাবে সক্ষম মর্মে মেডিক্যাল রিপোর্ট দাখিল করতে হবে (বিশেষ করে Hb%, R/M/E, RBS and X-Ray Chest P/A) মেডিক্যাল রিপোর্ট দাখিল করতে অপারগ হলে ভর্তি ফি'র সাথে অতিরিক্ত ৫০০/- / ৮০০/- (পাঁচশত/আটশত) টাকা স্কুলে জমা দিতে হবে; (চ) আরটিএস/বিটিটিআই/ ভিটিসি এর ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসে ফ্রি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে; (ছ) কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের নৈতিকতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়; (জ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্টের সনদপত্র এবং কোর্স শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বা কর্মসংস্থানের জন্য সহযোগিতা প্রদান করা হয়; (ঝ) পাশকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়।

৫। এলাকাভিত্তিক যোগাযোগের ঠিকানা ও মোবাইল ফোন নম্বর

আরটিএস/ বিটিটিআই/ভিটিসি		সিবি-এমটিটিপি/এনটিএস	
অধ্যক্ষ **ফাদার সি. জে. ইয়াং টেকনিক্যাল স্কুল** বাকেরগঞ্জ, বরিশাল মোবাইল ফোন: ০১৭৬১৭৩২০০০	অধ্যক্ষ **কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল** বানিয়ারচর, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ মোবাইল ফোন: ০১৮৬৮৯১৬৯৮২	টেকনিক্যাল অফিসার **কারিতাস বরিশাল অঞ্চল** সাগরদি, বরিশাল-৮২০০ মোবাইল ফোন: ০১৭১৯৯০৯৪৮৬	টেকনিক্যাল অফিসার/ এসিসট্যান্ট এমপ্লয়মেন্ট প্রমোশন এন্ড ট্রেনিং অফিসার **কারিতাস খুলনা অঞ্চল** রূপসা স্ট্যান্ড রোড, খুলনা-৯১০০ মোবাইল ফোন: ১৭১৩২৫৭২৬০/০১৭১৮৪০৪৩৮২
অধ্যক্ষ **ব্রাদার ফ্লেভিয়ান টেকনিক্যাল স্কুল** শাহমিরপুর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম মোবাইল ফোন: ০১৭১৩৩৮৪১০৩	অধ্যক্ষ **কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল** আকনপাড়া, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ মোবাইল ফোন: ০১৭১৩৩৮৪১০৭	টেকনিক্যাল অফিসার **কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল** ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ- ২২০০ মোবাইল ফোন: ০১৬২৫১১৩১৭৫	টেকনিক্যাল অফিসার **কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল** পো:অ: বক্স.-১৯ রাজশাহী - ৬০০০ মোবাইল ফোন: ০১৭২৩১৪৫৭০৬
অধ্যক্ষ **ব্রাদার ডোনাল্ড টেকনিক্যাল স্কুল** কমলাপুর, সাভার, ঢাকা, মোবাইল ফোন: ০১৬২১৯৪৯১৭২	অধ্যক্ষ **কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল** বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর মোবাইল ফোন: ০১৭১৩৩৮৪১০৮	টেকনিক্যাল অফিসার **কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল** পো: অ: বক্স. ৮, দিনাজপুর- ৫২০০, মোবাইল ফোন: ০১৭১২৫৬৭৩৪৪	এসিসট্যান্ট এমপ্লয়মেন্ট প্রমোশন এন্ড ট্রেনিং অফিসার **কারিতাস সিলেট অঞ্চল** সুরমাগেট, খাদিমনগর সিলেট-৩১০৩ মোবাইল ফোন: ০১৮১৮১৩৮১৬৪
অধ্যক্ষ **শহীদ ফাদার লুকাশ টেকনিক্যাল স্কুল** দিনাজপুর মোবাইল ফোন: ০১৭১৩৩৮৪১০৫	অধ্যক্ষ **কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল** ইছবপুর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার মোবাইল ফোন: ০১৯৮০০০৮৪৪৩		
অধ্যক্ষ **বয়রা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট** রায়েরমহল, বয়রা, খুলনা মোবাইল ফোন: ০১৭১২৯৩১৬৪৩	ইনচার্জ **ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার** ওসমানপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর মোবাইল ফোন: ০১৭২৪৩৯২৬৬৪		
কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিস			
প্রজেক্ট অফিসার, সিবি-এমটিটিপি মোবাইল ফোন: ০১৯৮০০০৮৫৮৬		**ইনচার্জ, সিটিএসপি** মোবাইল ফোন: ০১৭১৬৮৩১৪১২ (dipok_ekka@caritasbd.org)	

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট - কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

বিজ্ঞ/১০৫/২৫

"তুমি আছো প্রভুর গৃহে"

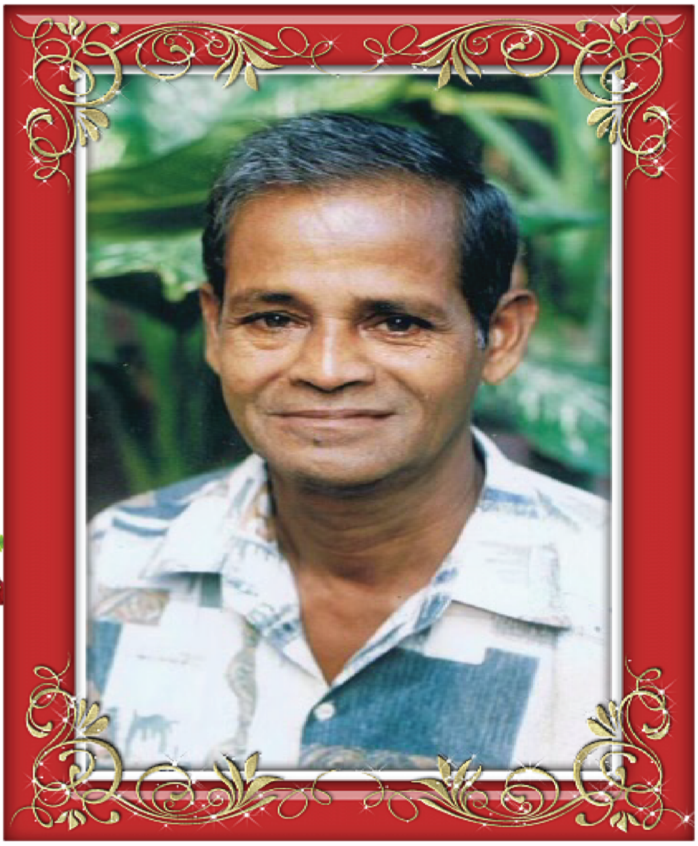

MANU D' CRUZE

জন্ম: ১৫ জুন, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৫ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
বড়বাড়ী-শুলপুর
শুলপুর ধর্মপল্লী
মুন্সিগঞ্জ।

আজ তুমি নেই, চোখের পলকে দেখতে দেখতে দিন যায়, মাস যায়, হয়ে গেল একটি বছর। তুমি বিহীন জীবন-যাপন, পথ চলবো ভাবিনি কখনও। তুমি ছিলে আমাদের আশার আলোর উজ্জ্বল দ্বীপ, যে আলোয় ভরপুর ছিল আমাদের এ সংসার। নিভে গেলো সে প্রদীপ, রেখে গেলে মায়া আর ছায়া, সে ছায়ার প্রতিচ্ছবি নিয়ে আমরা বেঁচে থাকবো এ ধরাধামে। শুধু সান্ত্বনা এই যে, আমাদের সকল আত্মীয়-স্বজন ঘুমিয়ে আছে যেথায় তুমিও সেথায় তাদের সঙ্গে চির নিদ্রায় নিদ্রিত সঙ্গী। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি যে, পুনরুত্থিত প্রভু যিশু খ্রিস্টের উপর বিশ্বাসী ভক্তদের সকলের সাথে তুমিও পুনরুত্থিত হবে। আমি এবং ছেলে-পুত্রবধূ, মেয়ে-জামাইগণ ও নাতি-নাতনী সত্যিই দীর্ঘ নিঃশ্বাসে তোমায় মিস করি। স্মৃতির আল্পনায় শুধু ছবির সাথে কথা বলি। স্বর্গ হতে তুমি দু'হাত ভরে আমাদের আশীর্বাদ করবে।

শোকার্ত পরিবার
স্ত্রী ও সন্তানগণ

বিজ্ঞ/১০৪/২৫

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ১৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 17
Regd. No. DA-33
✦ 25 - 31 May, 2025, ১১ - ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
BOOK POST

তুইতাল গির্জার প্রতিপালক পবিত্র আত্মার পার্বণে সবাইকে নিমন্ত্রণ

সুধী,
অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৮ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ, রোজ রবিবার তুইতাল ধর্মপল্লীর প্রতিপালক পবিত্র আত্মার পর্বোৎসব মহা আড়ম্বরের সাথে উদ্‌যাপন করা হবে। দেশে-বিদেশে অবস্থানরত সকল ভক্তপ্রাণ ভাই বোনদের উক্ত পার্বণে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এই পবিত্র পার্বণে যারা পর্বকর্তা হতে আগ্রহী তাদের জন্যে শুভেচ্ছা দান ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা মাত্র ও পবিত্র খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০ (দুইশত) টাকা। পবিত্র আত্মা আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন।

অনুষ্ঠানসূচী

নভেনা

নভেনা : ৩০ মে - ৭ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
সময় : বিকাল ৪:৩০ মিনিট

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ

তারিখ : ৮ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
১ম খ্রিস্টযাগ : সকাল ৭:০০টা
২য় খ্রিস্টযাগ : সকাল ৯:৩০ মিনিট

ধন্যবাদান্তে
ফাদার টমাস কোড়াইয়া
পাল-পুরোহিত
এবং
খ্রিস্টভক্তগণ, তুইতাল ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/১০২/২৫

বক্সনগর উপ-ধর্মপল্লীর প্রতিপালক মহান সাধু আন্তনীর পর্বোৎসবে সকলকে আমন্ত্রণ

শ্রদ্ধাভাজন সুধী,
অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৩ জুন ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার, বক্সনগর উপ-ধর্মপল্লীর প্রতিপালক পাদুয়ার সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব মহাসমারোহে পালন করা হবে। অলৌকিক কর্মসাধক মহান সাধু আন্তনীর এই মহা পর্বোৎসবে যোগদান ক'রে তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়া-আশীর্বাদ লাভ করতে আপনারা সকলেই আমন্ত্রিত। এই পর্বোৎসবে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা মাত্র। এছাড়াও যারা পর্বে মানত ও বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করতে চান তাদেরকে সরাসরি ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
সাধু আন্তনীর বিশেষ অনুগ্রহ ও আশির্বাদ আপনাদের উপর বর্ষিত হোক।

পর্বকর্তার শুভেচ্ছা দান ২,০০০/= (দুই হাজার টাকা)
খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০/= (দুইশত টাকা মাত্র)

বি:দ্র: সাধু আন্তনীর চত্বর উন্নয়নের জন্য আপনাদের সার্বিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে আপনিও শরিক হয়ে সাধু আন্তনীর বিশেষ অনুগ্রহ ও আশির্বাদ লাভ করুন।

অনুষ্ঠানসূচী

নভেনা খ্রিস্টযাগ : ৪ জুন - ১২ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
সময়: বিকাল ৫:০০ ঘটিকায়

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ : ১৩ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ, শুক্রবার
প্রথম খ্রিস্টযাগ : সকাল ৬:৩০ ঘটিকায়
দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ : সকাল ৯:৩০ মিনিট

যোগাযোগের ঠিকানা
ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, পাল-পুরোহিত
মোবাইল নম্বর: ০১৭১৮৪৮৮৫৭৬
ফাদার রিগ্যান পিউস কস্তা, ০১৮৩৪১৭৯৪২৮
সিস্টার শিল্পী রোজারিও, সিএসসি, ০১৭৮৬২৩৯৭৮০

ধন্যবাদান্তে
পাল-পুরোহিত, কেন্দ্রীয় কমিটি,
খ্রিস্টভক্তগণ
বক্সনগর উপ-ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/১০৩/২৫

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org